কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১১ শ্রাবণ- ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৫ ঃ ২৮ জুলাই - ৩ আগস্ট, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 40, 28 July - 3 August, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফেসবুক থেকে তথ্য পাচার নিয়ে হৈচৈ-এর পর এবার

নড়েচড়ে বসল হোয়াটসঅ্যাপ। গুজব ছড়ানো আটকাতে ছবি, মেসেজ এমনকি অডিও পোস্টে লাগাম টানবে তারা। পাঁচজনের বেশি লোককে ফরওয়ার্ড করা যাবে না মেসেজ।

রবিবার : কলকাতা হাইকোর্টের দীর্ঘ কর্মবিরতি এখনও কুরে কুরে

খাচ্ছে প্রধান বিচারপতিকে। বাঁকুড়ায় নতুন আদালত ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আইনজীবীদের কর্মবিরতি না করার পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন, এতে কোনও লাভ হয় না।

সোমবার : আইনের আলোর বাইরে এ এক অন্ধকার। কোনও

শাস্তি হয় না গণপিটুনির অপরাধে। জনরোষ বলে একে এড়িয়ে যায় আইন। এই সুযোগে বাড়ছে গণপিটুনি। ইতিমধ্যেই কড়া আইন করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রও দণ্ডবিধিতে সংশোধনী আনতে চলেছে গণপিটুনিকে খুনের তকমা দিতে।

মঙ্গলবার : সুস্থ পরিবেশের হোস্টেলের দাবিতে কলকাতা

মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের অনশন ভঙ্গ হল আশ্বাস পেয়ে। পাশাপাশি বদলি হয়ে গেলেন স্বাস্থ্য সচিব ও মেডিকেল এডুকেশনের অধিকর্তা। জয়ে মাতল তারুণ্য।

বুধবার : লোকায়ুক্ত জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতি রোধের

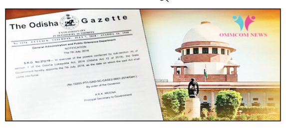

বড় হাতিয়ার জনগণের। এই ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে রক্ষাকবচ রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। এবার মুখ্যমন্ত্রীকেও এর বাইরে রাখতে লোকায়ুক্ত আইনের সংশোধন চায় পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যের পুরসভাগুলিতে কর্মী নিয়োগে

তৈরি হল পৃথক কমিশন। নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন। বিল পাশ হয়েছে বিধানসভায়।

শুক্রবার : বর্ষা শুরু হয়েছে। ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে

কলকাতা ও শহরতলির জলছবি। জলমগ্ন শহরে আসন্ন ডেঙ্গুর প্রকোপ। আত্মতুষ্ঠিতে ভুগছেন পুরকর্তারা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

অনাদায়ী ঋণের ফাঁসে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা

শক্তি ধর : বিজয় মাল্য নাকি ফিরে আসছেন! খবরটা পড়ে ভারতবাসীর জ্বালা বেড়ে গেল শতগুণ। সঙ্গে নীরব মোদীর কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে। টিভি-রেডিও-ফেসবুক-হোয়াটস অ্যাপের নিরন্তর প্রচারে এই দুটি নাম এখন অধিকাংশ ভারতবাসীর অতি পরিচিত। কিন্তু কতজন ভারতবাসী জানেন এরা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। আসলে পুরো ব্যাঙ্কিং ব্যবসাটাই আদায় করতে না পারা ধারের হিমবাহের মধ্যে সেঁধিয়ে ঠাণ্ডা আর পুঁজির অভাবে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে।

রাজনীতিতে কোনঠাসা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই মধ্যরাত্রি থেকে এক অর্ডিন্যান্স বলে বিপুল পুঁজির ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ ঘোষণা করে দিলেন চকিতে। সারা দেশের ৮৫ শতাংশ লগ্নি জমা ছিল এই ১৪টি ব্যাঙ্কে। এমন মোক্ষম ছক্কা ভারতীয় রাজনীতির পিচে, খুব কম রাজনীতিকই হাঁকিয়েছেন। এই এক স্ট্রোকে তিনি শুধু ব্যাঙ্ক উল্টে সঞ্চিত অর্থ হারানো ভারতবাসীর অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেননি রাজনীতিতে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বিপুল পুঁজির কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছেন রাজনীতিকদের হাতে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল একদিকে যেমন আপামর ভারতবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ যেমন নিশ্চয়তা পাবে, তেমনই ব্যাঙ্কিং পুঁজি কাজে লাগবে দেশের উন্নয়নে। ইন্দিরার চালে বিরোধী রাজনীতিকরা কুপোকাৎ হলেও সাধারণ ভারতবাসী আহ্লাদে আটখানা। আনন্দের আতিশয্যে অদেখাই রয়ে গেল। সকলে ধন্য ধন্য করলেও সেই সময় এক বামপন্থী নেতা বলেছিলেন রাজনীতির আঙিনায় বিশালায়তন পুঁজি মোটেই সুরক্ষিত থাকবে না। রাজনীতিকরা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে এই বিপুল পুঁজির অধোগতি অবশ্যম্ভাবী।

২০১৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক		বেসরকারী ব্যাঙ্ক	
ব্যাঙ্ক	অনাদায়ী ঋণ	ব্যাঙ্ক	অনাদায়ী ঋণ
স্টেট ব্যাঙ্ক	১৮৮,০৬৮	আইসিআইসিআই	৪৩,১৪৮
পঞ্জাব ব্যাঙ্ক	৫৭,৭২১	অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক	২২,১৩১
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	৫১,০১৯	এইচডিএফসি	৭,২৪৩
আই ডি বি আই	৫০,১৭৩	জে অ্যান্ড কে ব্যাঙ্ক	৫,৬৪১
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	৪৬,১৭৩	ফেডারেল ব্যাঙ্ক	১,৮৬৮
কানাড়া ব্যাঙ্ক	৩৭,৬৫৮	কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক	৩,৭২৭
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	৩৭,২৮৬		
ইউকো ব্যাঙ্ক	২৫,০৫২		
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক	৩৫,৪৫৩		
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩১,৩৯৮		

সেদিনকার সেই বামপন্থী রাজনীতিক অনেকদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু রেখে গিয়েছেন তাঁর দূরদর্শী অমোঘ বিশ্লেষণ। তাঁর ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে মাত্র ৬০ বছরের মধ্যেই। ভারতীয় ব্যাঙ্কের পুঁজি আজ অনাদায়ী ঋণের জালে হাঁসফাঁস করছে। অধিকাংশটাই চলে গিয়েছে লম্পট অসাধু মুখোশ পরা ব্যবসায়ীদের হাতে। আর বাকিটা ক্ষয়ে গিয়ে রাজনীতিকদের সস্তা রাজনীতির কর্কশ ঘর্ষণে। ঋণ মকুবের নামে খেটে খাওয়া ভারতবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ চলে গিয়েছে দালালদের পকেটে। শ্মশান যাত্রা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসার। ২ লক্ষ কোটি টাকার খয়রাতি সঞ্জীবনী দিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন নরেন্দ্র মোদী। এখনও যেভাবে ঋণ মকুবের রাজনীতি চলছে তাতে বাঁচার আশা খুবই কম।

আদায় না হওয়া ঋণের একটা হিসাব দেওয়া যাক। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ হল ৭.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা মোট প্রদত্ত ঋণের ১২ শতাংশ। এই টাকা কার? আমার-আপনার সঞ্চিত অর্থ। অসাধু ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অপদার্থতায় তা চলে গেল সুযোগসন্ধানীদের হাতে। সরকারি ব্যাঙ্কের রোগ সঞ্চারিত হয়েছে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যেও। তাদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ১.২০ লক্ষ কোটি টাকা। মোট দেওয়া ঋণের ৪ শতাংশ।

সরকার বলবে গ্রাহকের কোনও চিন্তা নেই। কষ্টার্জিত অর্থ সুরক্ষিত থাকবে। তাহলে যে টাকা ব্যাঙ্কের ঘর থেকে চলে গেল। সেই টাকা আসবে কোথা থেকে? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। চিন্তা কি। লাগলে আসবে সরকারি কোষাগার থেকে। সেটা কার টাকা? সাধারণ মানুষেরই। অর্থাৎ আমার করের টাকায় চলছে সুরক্ষার নাটক। আর বেসরকারি ব্যাঙ্ক সামাল দেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা তহবিল। কিন্তু যারা ধারা নিয়ে পালালো আর যারা যাচাই না করে ধার দিল তারা রয়ে গেল মহানন্দে।

বিপুল পুঁজি নিয়ে মাত্র ৬০ বছরে ব্যাঙ্কিং সিস্টেম মুখ থুবড়ে পড়ার যে কারণগুলি চিহ্নিত হয়েছে সেগুলি হল :

- ব্যাঙ্কগুলির কর্মীদের অপদার্থতা
- সীমাহীন দুর্নীতি
- ব্যাঙ্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের দৈনন্দিন চাপ
- ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ম্যানেজারদের সঙ্গে ঋণগ্রহীতার অসাধু যোগাযোগ

চলতি সংসদে প্রধানমন্ত্রীও টেলি ব্যাঙ্কিং-এর উল্লেখ করে খোঁচা দিয়েছেন আগের সরকারকে। অভিযোগ করেছেন ফোন করে ঋণ দেওয়ার সুপারিশকে।

এসব দেখেশুনে সাধারণ মানুষের দাবি যাদের কাছে ঋণ অনাদায়ী রয়েছে তাদের তালিকা প্রকাশ্যে আনা হোক। সময় বেঁধে সম্পত্তি ক্রোক করে অনাদায়ী ঋণ মেটানোর প্রক্রিয়া সরল করা হোক ব্যাঙ্ক বাঁচানোর স্বার্থে। শাস্তি দেওয়া হোক অসাধু ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের। করের টাকায় ব্যাঙ্কে ভরতুকি চলবে না।

উদ্বিগ্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

বাংলা কি জঙ্গিদের সেফ করিডর?

কুনাল মালিক : গত ২৪ জুলাই উত্তরপ্রদেশের পুলিশ নয়ডা থেকে দুজন বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের অনুমান, ওই দুজন বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জামাতউল মুজাহিদিনের কট্টর সদস্য। তাদের নাম মোশারফ হোসেন ওরফে সুখা এবং রুবেল আহমেদ। স্বাধীনতা দিবসের আগে বা পরে দিল্লিতে তারা কোনও নাশকতার ছক কষছিল কিনা, তা পুলিশ ও গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছে। এবারের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ওই ধৃত দুই জঙ্গি প্রথমে বাংলাদেশ থেকে উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকে তার পর তারা দিল্লি যায়। মুর্শিদাবাদেও ওই জঙ্গিদের যাতায়াত ছিল। এ রাজ্যের পুলিশ উত্তর প্রদেশের পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান করে জঙ্গিদের গ্রেফতার করে। এর আগেও কলকাতা সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি তথ্য বুদ্ধ গয়ার বোমা বিস্ফোরণে জড়িত কয়েকজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছিল, তাদের কাছ থেকে জেরা করেই এই দুই ধৃত জঙ্গিদের নাম পায় পুলিশ। বারবার একটা বিষয় উঠে আসছে প্রতিবেশি বাংলাদেশ থেকে জেহাদি জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গকেই সেফ করিডর হিসাবে ব্যবহার করছে। বিএসএফ উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী থানার পুলিশ বাহিনীকে কি ভাবে ধোঁকা দিচ্ছে জঙ্গিরা- একথা ভেবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর যথেষ্ট চিন্তিত। সূত্রের খবর আসন্ন স্বাধীনতা দিবস এবং শারোদৎসবের প্রাক্কালে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ জেলার নদী উপকূলবর্তী সীমান্ত এলাকা দিয়ে আরও জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এ ব্যাপারে সতর্ক করে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সহ কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীকে দিল্লি থেকে কড়া নজরদারির বার্তা দেওয়া হয়েছে।

শহরের জলছবিতে বদল নেই যন্ত্রণায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছরেও ভেসেছিল শহর। ভেসেছিল নগরজীবন, সংসার, মানবাধিকার। বর্ষার আনন্দে বেশ কয়েকটি প্রাণ নিয়েছিল ডেঙ্গু। এরপরেও বাঙালি পুজো প্যান্ডেলে ভিড় করেছে, রাত জেগেছে, দেওয়ালি মানিয়েছে, নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে, পুজো-পার্বনে আনন্দে মেতেছে। কারণ আশা ছিল নিশ্চয়ই আগামী বছর অবস্থার উন্নতি হবে। পুর কর্তারাও অভয় দিয়ে বলেছিলেন, নিকাশির কাজ জোর কদমে চলছে। অচিরেই জল জমার হাত থেকে রক্ষা পাবে নগরবাসী।

খিদিরপুরে জলযন্ত্রণা। ছবি : অরুণ লোধ

পুরকর্তারা নিশ্চয়ই বসে নেই। সারা বছর ধরে অনেক খাটা-খাটুনি করেছেন। কেমন কাজ করেছেন বলে দিচ্ছে এবারের নবীন বর্ষা। পদার্থবিদ্যায় বলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক বল প্রয়োগ করার পরও কোনও বস্তু যদি একচুলও না নড়ে তাহলে কাজের সমগ্র পরিমাণ শূন্য। এই বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী পুরকর্তাদের গত এক বছরের কাজের খতিয়ান হল বৃহৎ শূন্য। অবশ্য এর জন্য তদের পাওনা-গণ্ডা, মাস মাহিনার কোনও অভাব ঘটে নি। বরং পদোন্নতিও ঘটেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সতর্কতা ১৫ জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী দু-তিন দিনের জন্য ভারী বৃষ্টি ও বিপর্যয়ের সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা উল্লেখ করে বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধান সচিব কলকাতা,উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনিপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, নদিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনকে আগামী রবিবার অবধি সতর্ক থাকার নির্দেশ জারি করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণের বিশেষ পরিস্থিতি।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

কাটাকুটি খেলা

গুজরাটে আহমেদ পটেলের হাত ধরে উঁকি দিয়েছিল আলো। সেই আলো কর্ণাটকে জোট সরকারের শপথ মঞ্চে পরিণত হয়েছিল ভরা জ্যোৎস্নায়। স্নিগ্ধ আলোয় দেখা গিয়েছিল মোদী হঠাতে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে পড়েছেন নানা আঞ্চলিক দলের প্রভাবশালী নেতা নেত্রীরা। মাঝখানে লকেটের মতো শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলের নবীন তরুণ তুর্কি সভাপতি রাহুল গান্ধি। সঙ্গে মা সোনিয়া। মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছিল রাহুলকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গড়ে উঠবে জোট। একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দিয়ে ভেঙে দিতে হবে মোদী অমিতের স্বপ্ন। বেঁকে বসেছিলেন শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চান বিজেপি ও কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ফেডারেল ফ্রন্ট। যে যেখানে শক্তিশালী সেখানে তাকেই সমর্থন করতে হবে সবাইকে। গোল বেঁধেছে এখানেই। রাজ্যে যুযুধান দলগুলি একে অপরকে সমর্থনে নারাজ। দিল্লিতে ছোটাছুটিও কম হয়নি। কংগ্রেস বুঝিয়ে দিয়েছে জোট গড়লে সমর্থন করতে হবে রাহুলকেই। টেম্পো তুলতে মোদীর বিরুদ্ধে লাগাতার টিকা-টিপ্পনি কেটেছেন রাহুল, এভাবেই কেটে গিয়েছে মাস দুয়েক। সোনিয়া রাহুল বুঝে ফেলেছেন তারা যে পথে চলেছেন সেই পথে মোদী হঠানো সম্ভব নয়। নিজেকে প্রজেক্ট করে ক্রমশ বন্ধু হারাচ্ছেন রাহুল। তাই বিড়াল এখন বলছে মাছ ছোঁব না, কাশী যাব। আসলে ভোটের পরে বড় দল হিসাবে ইতিহাস মেনে জোটের কাছা টেনে ধরে কুর্সির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে ঠিক সময়ে।

কংগ্রেস	০	এসইউসিআই
০	তৃণমূল	০
বিএসপি	০	সিপিএম

সত্যি যদি জোট গঠনে মমতা থিয়োরি মানতে সকলে রাজি হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে সাইক্লোন বয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কংগ্রেস, তৃণমূল ও বাম দলগুলি একই পংক্তিতে উচ্চারিত হবে এমন কল্পনা এখনও অলীক বলেই মনে হচ্ছে। তবে রাজনীতিতে সবই সম্ভব। মমতা অবশ্য ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তেমন ইঙ্গিতই দিয়েছেন। বলেছেন ব্রিগেডের সভা মঞ্চে আগামী ১৯ জানুয়ারি বিজেপি বিরোধী সব দলের নেতাদের আহ্বান জানাবেন। খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাই এবার ২১শের বক্তৃতায় সিপিএমের নামও উচ্চারণ করেন নি দিদি।

এবার তাই ২১-এর পরে ধন্দ তৈরি হয়েছে নীচু তলার কর্মীদের মধ্যে। একই মঞ্চে মমতা-অধীর-সূর্য বা মমতা-রাহুল-ইয়েচুরি! মেনে নিতে পারছেন না সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করা তৃণমূল কর্মীরা। রাজনৈতিক গবেষকরা কিন্তু এই তারকা সমন্বয় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। বিজেপি অবশ্য একে দিবাস্বপ্ন বলেই মনে করছে। তাদের ধারণা সত্যি যদি এমন মঞ্চের উদয় হয় তাহলে তাদের পশ্চিমবঙ্গ দখল অবশ্যম্ভাবী। চলছে কাটাকুটি খেলা। কে কখন লাইন টেনে মাত করবে তার অপেক্ষায় ওৎ পেতে আছে।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রোজকার পারাপার

বাসন্তীর চুনাখালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি পঞ্চায়েত্যে, বড়িয়া,পানিখালি সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় ১০-১২হাজার লোকজন প্রতিদিন যাতায়াত করেন। উল্লেখ্য, ২০১০ এ বাম জমানায় একটি কাঠের সেতু তৈরি হয়। সেটি দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার না হওয়ায় বর্ষায় ভেঙে পড়ে। বর্তমানে বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করতে হয় এলাকাবাসীদের। এ ব্যাপারে চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান নরেশ নস্কর বলেনএকটি কাঠের সেতুর জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকার একটা স্কিম হয়েছিল কিন্তু এত কম টাকায় সেতুটি তৈরি করা সম্ভব নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

ক্যানিংয়ের বদুকলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ দীর্ঘ কয়েক যুগের আঁধারের এক অধ্যায় ঘুঁচে গেলেও বর্তমানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করতে হয় এলাকার অসহায় সাধারণ গ্রামবাসী সহ অন্যান্যদের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বদুকুলা গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে মধ্যযুগের দাপুটে ভয়াল ভয়ংকর নদী পিয়ালী। বর্তমানে নদীবাঁধ বেঁধে ফেলায় পিয়ালী হারিয়েছে তার দাপটের ঐতিহ্য। এই পিয়ালী নদীর উপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খেয়া পারাপার হয়ে খুব কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতেন গোপালপুর,মেরিগঞ্জ, কুলতলি,জয়নগর,বারুইপুর সহঅন্যান্য এলাকার সাধারণ মানুষজন। তখনই খেয়া নৌকা চলতো হাতে টানা দড়ি দিয়ে। নৌকায় উঠতে হতো বাঁশের তৈরি মাচা বেয়ে। যে কোনও মুহূর্তে পা পিছলে নদী বক্ষে পড়ে গেলেই মৃত্যু নিশ্চিত। এমনকি অসংখ্য দুর্ঘটনায় দুই ব্যাক্তির মৃত্যুও হয়েছে বিগত দিনে। গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে ২০১১ সালের আগের সরকারের বিভিন্ন দফতরে একাধিকবার বিষয় জানালেও লাভের কিছুই হয়নি। অবশেষে বদুকুলা গ্রামের বাসিন্দার

নিজেরাই চাঁদা দিয়ে পিয়ালী নদীর উপর একটি কাঠের সেতু তৈরি করেন। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তৎকালীন সময়ে কাঠের সেতুটি তৈরি করতে খরচ হয় ৫ লক্ষ টাকা। প্রশাসনের নির্ভরতা ছেড়ে এভাবেই নিজেদের সমস্যা সুরাহা করে কাঠের ব্রিজ দিয়ে চলাচল শুরু করেন ২০১২ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

আমন ও আউস চাষে আশা জাগাচ্ছে এবারের বৃষ্টিপাত

উত্তর ২৪ পরগনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে চাষিদের ধান বিক্রির উপর ক্যুইন্টাল প্রতি ২০০ টাকা সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করা নিয়ে পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন চাপান-উতোর চলছে। এই অবস্থার মধ্যে দিয়েই চলতি মরসুমে চলছে গ্রাম বাংলায় ধান চাষের কাজ। এটা আমন ধান চাষের সময়। কারণ, সময়টা বর্ষাকাল। আর এটা আমনের পক্ষেই সহায়ক। উত্তর চব্বিশ পরগনায় আমন ধান চাষযোগ্য জমি প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর, বলে জানালেন, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কৃষি অধিকর্তা অরূপ দাস। তিনি বলেন, 'চলতি মরসুমের এই বৃষ্টিতে আমন রোয়ায় গতি এসেছে। পাট পচানোর ক্ষেত্রেও ব্যাপক সুবিধা হয়েছে। মাঝখানে বৃষ্টি একটু কম থাকায় সমস্যা হচ্ছিল। তবে গত কদিনের

বৃষ্টিতে সমস্যাটা আর নেই।' উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা তথ্য'র পক্ষ থেকে জানানো হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৮০৯ মিলি মিটার। এটা স্বাভাবিক। এর থেকে ২০ শতাংশ কম বা ২০ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হওয়াটাকে অস্বাভাবিক বলে ধরা হয়। কৃষি অধিকর্তা বলেন, মূলত দুই রকমের ধান চাষ হয় জেলায়। একটি আমন, অন্যটি আউশ। তবে চালের উৎপাদন আমনের উপরই নির্ভরশীল। কারণ এখানে আমন ধান চাষযোগ্য জমির পরিমাণই বেশি। আর এটাই মৌসুমি চাষ। জেলায় আউশ ধান চাষযোগ্য তথ্য জানান, জেলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে অনেক বিল জমিও আছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পারের বালাই/৬
তিনের পাতায়
শরীর নিয়ে কথা
ছয়ের পাতায়
বাঙালিবাবু
সাতের পাতায়

বাজারের ইউ টার্ন, কিন্তু মিডক্যাপ এখনও ম্লান

পার্থসারথি গুহ

জুন মাসের শেষ লগ্ন থেকে যেভাবে বাজার 'ইউ টার্ন' নিয়ে পজেটিভ বা ইতিবাচক দিক নিয়ে ফেলেছে তাতে করে আগামী দিনগুলিতে আরও উত্থান আশা করা যেতেই পারে। হতেই পারে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নিফটি ফের তার পুরনো উচ্চতা অর্থাৎ ১১,১৭১ এর গণ্ডি পেরিয়ে আরও উপরে যেতে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ধারণাই পোষণ করছেন। এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বাজার সার্বিকভাবে ঠিক হবে তখনই যখন মিডক্যাপ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। যেটা এই মুহূর্তে দুরাশা মনে হচ্ছে। তবে সেটা নিশ্চিতভাবে ঘটবে। হয়তো একটু সময় লাগবে। তবে অধিকাংশ বাণিজ্যিক চ্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ বসেন বা মতামত দেন তাদের হাওয়া মোরগ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় এরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও এরা পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায়

অর্থনীতি

জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে 'আপ মুভ' নরেন্দ্র মোদি আসার পর থেকে শুরু হয়েছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে। হতে পারে আগামী ৩–৫ বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে। এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০২০ কিংবা ২০২২–এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো।

কারণ বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্ততপক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না।

মনে রাখা দরকার শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে ধনবান হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ জুলাই – ৩ আগস্ট, ২০১৮

মেষ : দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। গৃহভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন, সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে।

বৃষ : আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায়ে লাভবান হবেন। গৃহভূমি ও জমিজমা সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ভাগ্যোন্নতির পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

মিথুন : আপনার যুক্তির জোরে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। মাঝে মাঝে রাগ বেড়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি আশাপ্রদ। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় শুভ ফল পাবেন।

কর্কট : আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। চোখের পীড়ায় ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। পড়াশুনোয় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুদের সাহায্যে প্রেমের সূচনা সম্ভব।

সিংহ : ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হবে। ব্যবসা–বাণিজ্য লাভযোগ লক্ষিত হয়। খুব চিন্তা করে অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শত্রুতার যোগ।

কন্যা : কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে, অনেক ঝামেলা–ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু আপনি সামলিয়ে নিতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের সাহায্য লাভ করবেন। বাধা থাকলেও আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। সতর্কে চলুন।

তুলা : অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। ভাইবোনের সাহায্য লাভ করবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মে উন্নতির যোগ।

বৃশ্চিক : পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। অর্শ বা আমাশয়ের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সম্মুখীন হতে হবে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। রক্তের উচ্চ চাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য পূর্বের তুলনায় ফল ভালো পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে লাভবান হবে এবং মনে শান্তি পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অগ্রসর হতে পারেন। আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। সর্বদা মন শান্ত রাখার চেষ্টা করবেন।

মকর : অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। শিক্ষায় চঞ্চলতা হেতু ক্ষতির যোগ।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সহিত মনোমালিন্য ঘটবে। আপনার বুদ্ধির জোরে অনেক কাজ সফল করতে পারবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন।

মীন : শরীর ভাল যাবে না। হজমের গোলমাল ঘটবে। পড়াশুনায় অমনোযোগী হওয়ার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ ঘটবে।

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ৪৯৭৬ স্টাফ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪,৯৭৬ জন নার্স নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। নিয়োগ হবে স্টাফ নার্স গ্রেড–টু পদে। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। এটি তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য একটি বিশেষ নিয়োগ অভিযান। প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী নিয়োগ হলেও পরে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : R/SN(Spl. Drive)51(1)2018.

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : তফসিলি জাতি ২,২০০, তফসিলি উপজাতি ৬১৯, ওবিসি–এ ১৩১৮, ওবিসি–বি ৩৮৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪৫৬।

শূন্যপদের বিন্যাস : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি : তফসিলি জাতি ১,৩৯৫, তফসিলি উপজাতি ৩৭৬, ওবিসি–এ ৮৩১, ওবিসি–বি ১৯৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৩০০।

বেসিক বি এসসি (নার্সিং) : তফসিলি জাতি ৭৪৪, তফসিলি উপজাতি ২২৫, ওবিসি–এ ৪৫৬, ওবিসি–বি ১৯৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৩০০।

বেসিক বি এসসি (নার্সিং) : তফসিলি জাতি ৭৪৪, তফসিলি উপজাতি ২২৫, ওবিসি–এ ৪৫৬, ওবিসি–বি ১৬৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১৪৮।

পোস্ট–বেসিক বি এসসি (নার্সিং) : তফসিলি জাতি ৬১, তফসিলি উপজাতি ১৮, ওবিসি–এ ৩১, ওবিসি–বি ১৯, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১৪৮।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা বা বেসিক বিএসসি (নার্সিং) অথবা পোস্ট বেসিক বিএসসি (নার্সিং) কোর্স পাশ। কোর্সটি ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ও পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। প্রার্থীকে বাংলা বা নেপালি লিখতে ও বলতে জানতে হবে। বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৪ বছর, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৪২ বছরের মধ্যে হতে হবে। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ভিত্তিতে। তবে প্রার্থী সংখ্যা খুব বেশি হলে একটি পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrub.in ৩০ জুলাই পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। যাঁরা এবছরের ৩১ অগস্টের মধ্যে ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করবেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। নির্বাচিত হলে চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময়ে পার্মানেন্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। অনলাইনেই '০০৫১–০০–১০৪–০০২–১৬' শিরোনামে অ্যাকাউন্টে গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেম–এর (জিআরআইপিএস) মাধ্যমে ফি বাবদ শুধু ওবিসি ক্যাটেগরির ('এ' ও 'বি') প্রার্থীদের ২১০ টাকা জমা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে হবে না। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে ২০০ চাকরি

বিজ্ঞান বা বাণিজ্য শাখায় স্নাতকরা আবেদন করতে পারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে ২০০ জন কর্মী নেবে রাজ্য সরকার। প্রার্থী নিয়োগ করা হবে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন, ২০১৮'–র মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

শূন্যপদের বিন্যাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দরখাস্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানো হল। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : ২৩/২০১৮।

শূন্যপদের বিবরণ : মোট শূন্যপদ : ২০০টি (সাধারণ ১০০, তফসিলি জাতি ৪৪, তফসিলি উপজাতি ১২, ওবিসি–এ ২০, ওবিসি–বি ১৪, দক্ষ খেলোয়াড় ৪, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী বা সেরিব্রাল পালসি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান বা কমার্স শাখায় স্নাতক, সঙ্গে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অপারেশন ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে অন্তত ছয় মাস মেয়াদের কোর্স পাশ। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলায় লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে (নেপালিভাষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৪, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সর্বাধিক ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

কাজের খবর

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে খেলাধূলার এইসব ডিসিপ্লিন থেকে : অ্যাথলেটিক্স (ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টস–সহ), ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, সুইমিং, টেবিল টেনিস, ভলিবল, টেনিস, ওয়েটলিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, জুড়ো, রাইফেল শ্যুটিং, কবাডি এবং খো–খো। খেলাধূলার যোগ্যতা : আন্তর্জাতিক বা জাতীয় প্রতিযোগিতা অথবা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্ট বা জাতীয় স্কুল গেমসে অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দুই পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা, পার্সোন্যালিটি টেস্ট এবং কম্পিউটার এফিশিয়েন্সি টেস্টের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে জেনারেল নলেজ (৩৫ নম্বর), ইংরেজি (৪০ নম্বর) এবং অঙ্ক (৭৫ নম্বর)। সময় ২ ঘন্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং প্রযোজ্য। মেন পরীক্ষায় (১০০ নম্বর) থাকবে ইংরেজিতে প্রেসি রাইটিং ও রিপোর্ট রাইটিং, ইংরেজি এবং বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালির মধ্যে যে–কোনও একটি ভাষায় এসে রাইটিং ও লেটার রাইটিং।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে সেপ্টেম্বরে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বহরমপুর, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং। কালিম্পং, দার্জিলিং সদর, মিরিক ও কার্শিয়াংয়ে বসবাসকারী প্রার্থীরা দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিতে পারবেন। মেন পরীক্ষা আয়োজিত হবে শুধু কলকাতায়।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৯ আগস্ট পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in দরখাস্ত করার আগে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাটি এককালীন। যাঁরা আগেই পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাঁদের আর নতুন করে রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই। পুরনো ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ আগস্ট।

ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। অনলাইন–অফলাইন উভয় ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন ব্যবস্থায় নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি দেওয়া যাবে। সব ক্ষেত্রেই সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত টাকা মূল ফিয়ের সঙ্গে জমা দিতে হবে। অফলাইনে ফি জমা দিতে হবে চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। ৯ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনে এবং ১০ আগস্ট পর্যন্ত অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে। তবে অফলাইনে ফি জমা দিতে চাইলে ৯ আগস্টের মধ্যে চালান ডাউনলোড করবেন। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না।

দরখাস্ত সাবমিট করার পর সেটির একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের সংগ্রহে রাখবেন।

পরীক্ষার সিলেবাস এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট : www.pscwbonline.gov.in প্রয়োজনে যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৩)২২৬২–৪১৮১ (অফলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে), ৪০০৩–৫১০৪ (অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে), ৯৮৩৬২–১৯৯৯৪।

শব্দবার্তা ৮৯

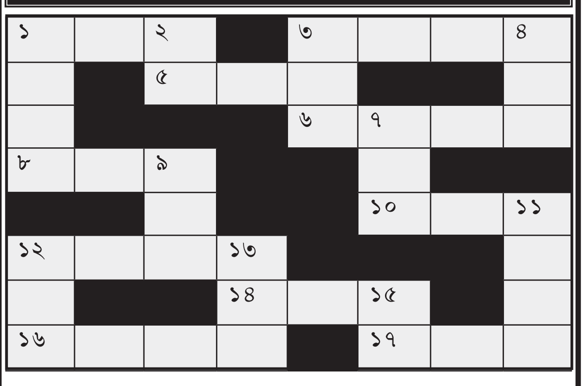

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কপাটের পাল্লা ৩। এই 'বার্তা' আমাদের প্রিয় সংবাদপত্র ৫। হরিদ্রা ৬। সংস্কৃতি, কৃষ্ট ৮। সাপও এটা ত্যাগ করে ১০। একটি ফুল ১২। সাহায্য ১৪। গড়খাই ১৬। অন্যের গৃহ, প্রবাস ১৭। পরিহাস, ঠাট্টা।

উপর–নীচ

১। বাড়ির বাইরে থাকতে ভালবাসে এমন ২। 'অঞ্জলি – মোর' ৩। আসল, খাঁটি ৪। রাঁধা ৭। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মানসূচক পদবি ৯। কাল, ফুরসত ১১। অনুরূপা দেবীর অন্যতম খ্যাত উপন্যাস ১২। নিকট ১৩। তপস্বী, মুনি ১৫। লেখার এক উপকরণ।

সমাধান : শব্দবার্তা ৮৮

পাশাপাশি : ১। নশ্বর ৩। তালাক ৫। বিধায়ক ৬। উর ৭। মোটর ৯। কসবা ১১। নিক ১২। রজকিনি ১৩। শপথ ১৪ কাঙ্ক্ষিত।

উপর–নীচ : ১। নমোনমো ২। রবিবার ৩। তাক ৪। কবর ৬।উদাস ৮। টনিক ৯। কনীনিকা ১০। বারব্রত ১১। নির্দেশ ১২। রথ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে নার্সিং কোর্সে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেনারেল নার্সিং এবং মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্কুল অব নার্সিং। এই কোর্সটি ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মহিলা প্রার্থীরাই এই কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অন্তত ৫ বছর পশ্চিমবঙ্গে বাসিন্দা হতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ইংরেজিতে অবশ্যই অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বায়ো–সায়েন্স শাখার প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ফি বাবদ ৪০০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে ভারত সেবাশ্রম সংঘ হাসপাতাল থেকে। সোম থেকে শুক্র সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। ফর্ম সংগ্রহের সময় উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটের নকল দাখিল করতে হবে। ফর্ম তোলা ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই।

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা : নার্সিং স্কুল, ভারত সেবাশ্রম সংঘ হসপিটাল, ডায়মন্ড হারবার রোড, পোঃ পৈলান, কলকাতা ৭০০ ১০৪ (আইআইএম জোকার কাছে)। ফোন : ৯০৭৩৩৬৮৫৬৫, ৯৪৩৩৩২৬১৫১।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরে ১৭৯ ফুড সেফটি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতর ১৭৯ জন ফুড সেফটি অফিসার নেবে। নিয়োগ করা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জেনারেল সার্ভিস ক্যাডারে। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী নিয়োগ হলেও ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উল্লেখ্য, বিজ্ঞপ্তি নম্বর R/FSO/46(1)/SCN/2018.

শূন্যপদের বিবরণ : ১৭৯টি (সাধারণ ৬২, সাধারই-ই সি ২৯, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি-ইসি ১২, তফসিলি উপজাতি ৮, তফসিলি উপজাতি-ইসি ৩, ওবিসি-এ ১২, ওবিসি-এ ইসি ৩, ওবিসি-বি ৯, ওবিসি-বি-ইসি ৪, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফুড টেকনোলজি বা ডেয়ারি টেকনোলজি বা বায়োটেকনোলজি বা অয়েল টেকনোলজি বা এগ্রিকালচারাল সায়েন্স বা ভেটেরিনারি সায়েন্স বা বায়োকেমিস্ট্রি বা মাইক্রোবায়োলজি বা মেডিসিনে স্নাতক। কেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে।

বয়স : ১-১-২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। রাজ্যের তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন ক্রম : ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো, সই এবং ডিগ্রি সার্টিফিকেট (প্রতিটি ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। দরখাস্তের সময় একটি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগছে না। চালানের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেম (জিআরআইপিএস)–এ অংশগ্রহণকারী যে–কোনও ব্যাঙ্কে ফি জমা দিতে হবে (হেড অব অ্যাকাউন্ট : ০০৫১–০০–১০৪–০০২–১৬)। চালান ডাউনলোড করা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে।

ব্যাঙ্কে ফি জমা দেওয়ার পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ–ইন করে ফি জমা দেওয়ার তথ্যাদি আপডেট করতে হবে। দরখাস্ত সাবমিট করার শেষ তারিখ ৬ আগস্ট।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

নেই জলাতঙ্কের প্রতিষেধক ক্যানিং হাসপাতালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ জলাতঙ্কের প্রতিষেধক না পেয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন রোগী ও রোগীর পরিজনেরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সোমবার সকাল থেকে হাসপাতালের ভ্যাকসিন সেন্টারের সামনে দীর্ঘক্ষণ লাইন দেওয়ার পর, হাসপাতালের তরফ থেকে জানানো হয় টিকা নেই। এরপরই হাসপাতালে ভ্যাকসিন নিতে আসা রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, দিনের পর দিন হাসপাতালে ভ্যাকসিন নিতে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। সোমবারও ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা থাকলেও হাসপাতাল থেকে বলা হয় ভ্যাকসিন নেই। সেই কারণেই কুকুর, বিড়ালে কামড়ানো রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন নি।

উল্লেখ্য, বিগত প্রায় তিন মাসের বেশি সময় ধরেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ঠিকমত ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন রোগীরা। তাদের আরও অভিযোগ মাঝে মধ্যে দু একটা ভ্যাকসিন পাওয়া গেলে ও সম্পূর্ণ ওষুধের কোর্স পূর্ণ হচ্ছে না। ফলে আবারও নতুন করে ভ্যাকসিনের কোর্স শুরু করতে হচ্ছে। তবে বেশীরভাগ দিনই হাসপাতালে এই জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন নিতে এসে তাদের ফিরে যেতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরিচয়ে থানায় মদ্যপ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ মদের নেশায় এতটাই বুঁদ হয়েছেন যে নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছেন না। দীর্ঘক্ষণ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং বাজার এলাকায় মাতলামি করার পর শেষে ক্যানিং থানার ভিতরে ঢুকেও শুরু করলেন মাতলামি। নিজেকে ঝাড়গ্রামের বিডিও ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরিচয় দিয়ে এক যুবক সোমবার গভীর রাতে যা করলেন তা এক কথায় বর্ণনার অতীত। থানায় ঢুকে ডিউটি অফিসারকে গালাগাল থেকে শুরু করে, টেবিল চাপড়িয়ে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর সাথে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও অশালীন ব্যবহার করলেন বিজয় গিরি নামে ওই যুবক। এই কাজে তাকে সহযোগিতা করলেন তার সঙ্গী বিপ্লব মণ্ডল। বিজয় গিরি নামের ওই যুবক নিজেকে প্রশাসনের আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দেন, অন্যদিকে অপর যুবক বিপ্লব মণ্ডল নিজেকে স্কুল শিক্ষক বলে পরিচয় দেন। মদ্যপ অবস্থায় এই দুজনের কাণ্ড কারখানা দেখেও অনেক ধৈর্যের পরিচয় দেন ক্যানিং থানার পুলিশ কর্মীরা। দুই যুবক দীর্ঘক্ষণ থানার মধ্যে এই মাতলামি করলেও প্রশাসনের আধিকারিক হওয়ার কারণে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি তাদের বিরুদ্ধে। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে থানা থেকে রাত দুটো নাগাদ তাদের থানা থেকে রাস্তায় বের করে দেন পুলিশ কর্মীরা।

সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ ক্যানিং এর মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন রাস্তায় এই দুই যুবককে আকণ্ঠ মদ্যপান করতে দেখেন এলাকার মানুষজন। মদ খেয়ে সেখানেই ব্যাপক ভাবে মাতলামি শুরু করেন তারা। সেই সাথে চলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। নিজেদের সোনারপুর থানা এলাকার ঘাসিয়াড়া ও হাসানপুরের বাসিন্দা বলেই পরিচয় দেন দুজনে। নিজেদের প্রশাসনের আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অতর্কিতে চড়াও হয় ওই দুই যুবক। কথায় কথায় নিজেকে ঝাড়গ্রামের বিডিও ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলে পরিচয় দেন বিজয় গিরি নামে এক যুবক। আর সেই গরমেই পুলিশ থেকে সাধারণ মানুষ সকলকেই অকথ্য ভাষায় গালাগাল থেকে শুরু করে অশালীন ব্যবহার করতে থাকেন এই দুজন। বাজার এলাকায় দীর্ঘক্ষণ এ সব করার পর তারা দুজনেই হাজির হন ক্যানিং থানায়। সেখানে থানার ভিতরে ঢুকে শুরু হয় মাতলামি। তবে ওই যুবক আদৌ ঝাড়গ্রামের বিডিও কিনা সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বীরভূমে ‘কেবল্’ সিন্ডিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে এবার ‘কেবল্ সিন্ডিকেট’ উৎপত্তির ঘটনার কথা বীরভূম জেলা থেকে জানা গেল। বীরভূমের এক ব্যক্তি ওনার অনুপস্থিতিতে ওনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করার জন্য তিনি নিজ বাড়ির ‘কেবল্ কানেকশন’ কাটিয়ে দেন। কিন্তু তিনি নেহাত পাড়ার ছেলে হওয়ায় ওই ‘কানেকশন প্রোভাইডারে’র নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেননি। কিন্তু ওই ব্যক্তি স্থানীয় অন্য ‘কানেকশন প্রোভাইডারে’র কাছে নতুন কেবল্ কানেকশনের জন্য যেতেই তিনি নানান কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারেন ওর রূঢ় ব্যবহার করা ‘কানেকশন প্রোভাইডার’ স্থানীয় অন্য কানেকশন প্রেভাইডর’দের ওনার বাড়িতে নতুন কেবল্ কানেকশন দেওয়া থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয় অন্য কানেকশন প্রোভাইডররা বিনয়ের সুরে ওনাকে জানায় ‘অ্যাসোসিয়েশনে’ আলোচনা না করে তারা ওনার বাড়িতে কানেকশন দিতে পারবে না। উনি লিখিতভাবে স্থানীয় এসডিওকে জানান যে ‘চয়েস অফ সার্ভিস ইস ওয়ান অফ দ্যা বেসিস কনসিউমার রাইটস’। এই এসডিও স্বীকারও করলেন এভাবে অপারেটররা নির্দিষ্ট কারোর কাছে কানেকশন নিতে বাধ্য করতে পারেন না। স্থানীয় সিউড়ি থানা ওনাকে জানায় এসডিও ওনার বিষয়টি তাদের সম্পূর্ণটি ‘ফরওয়ার্ড’ করে দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর পুলিশের পরিষ্কার বক্তব্য, বিষয়টি কেবল্ ব্যবসায়ীদের নিজস্ব ‘ব্যবসায়ী পলিসি’। এরই সঙ্গে একজন সাব–ইন্সপেক্টরের বক্তব্য, ‘আপনি বরং বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করে নিন’। এখন তা হলে প্রশ্ন উঠছে, ‘যাদের দল নেই, লোক বল নেই তাদের কী এভাবেই আত্মসমর্পণ করতে হবে ‘পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে’।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

অকারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১নং ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যামিনী মোড় থেকে ঢোষা পর্যন্ত প্রায় আট কিমি যাতায়াতের রাস্তার বেহাল দশা।

সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটু সমান কাদা–জল মাড়িয়ে যাতায়াত করতে হয় স্কুল ছাত্র–ছাত্রী,শিক্ষক– শিক্ষিকা,নিত্য অফিস যাত্রী থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষজনদের। এমন জন্য নির্বাচনের পর রাস্তা সারাই হবে বলে জানিয়েছিলেন পার্টি নেতারা। নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়ে গেলে ও রাস্তার কোন হাল ফেরেনি। বরং রাস্তার অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছে। ফলে এলাকার স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের দাবি, স্কুলে যেতে গেলে প্রতিদিনই জামাকাপড় কাদা হয়ে যায়, বইপত্র ব্যাগ পড়ে গিয়ে নোংরা হয়ে যায় এবং সব জয়নগর যাওয়া যায়। রাস্তা খারাপ হওয়ায় প্রায় ত্রিশ কিমি পথ ঘুরে যেতে হয় ঢেষা,জয়নগর ,বারুইপুর। আবার চরম বিপাকে পড়তে হয় সাধারণ মানুষজন থেকে রোগীদের কে। এমন কি এই রাস্তা দিয়ে গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এক প্রকার মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়া। এলাকার মানুষের আরো দাবি, রাস্তা আগের থেকে বর্তমানে আরো ভয়ংকর খারাপ হয়েছে।

আমতলা মোতিরাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোজ বিশ্বাস বলেন, যাতায়াতের রাস্তা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় স্কুলের ১৫০০ ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে আসার সময় প্রায়ই রাস্তায় পড়ে গিয়ে স্কুল পোশাক,বই পত্র নোংরা হয়ে যায়,ফলে যতদিন না রাস্তা সংস্কার হবে ততদিন পর্যন্ত তারা স্কুলে আসবে না বলেই স্কুলে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। শিক্ষকদেরা ও অনেক সময় রাস্তা পড়ে গিয়ে পোশাক নোংরা হয়ে যাওয়া স্কুলে যেতে সমস্যা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা হাসান মোল্লা বলেন যামিনী মোড় থেকে ঢোষা পর্যন্ত ৮ কিমি রাস্তা জঘন্য । পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কি ওই কাদা জলের জন্য ব্যাগের মধ্যে অতিরিক্ত পোশাক রাখতে হয়,পাছে রাস্তার কাদা জলে পড়ে গিয়ে জামা কাপড় নোংরা হয়। সামান্য বর্ষায় ওই রাস্তাটি সুন্দরবনের নদীর আকার ধারণ করেছে। স্থানীয় মানুষের দাবি, এই রাস্তা সংস্কারের জন্য একাধিকবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হলেও টনক নড়েনি। এছাড়াও সরকারি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরেও একাধিক বার আনা হলে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নিজেদের পকেটে ভোট টানার জন্য সাময়িক ভাবে লোক দেখানোর সময় ওই কাদা জল মাড়িয়ে স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে যত দিন না তাদের যাতায়াতের রাস্তা সংস্কার হচ্ছে ততদিন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ থাকবে। এমন কি রাস্তা এতটাই জঘন্য যে রাস্তা দিয়ে কোনও যান চলাচল করতে পারে না। এই রাস্তা দিয়ে এলাকার দুটি হাইস্কুল, প্রাইমারিস্কুল,অঙ্গনওয়ারিকেন্দ্র,বাজার সহ বিভিন্ন অফিস থাকায় ছাত্র ছাত্রী,শিক্ষক শিক্ষিকা,অফিস যাত্রী সহ সাধারণ মানুষজন যাতায়াত করে ভাঙাচোরা খানাখন্দে ভরপুর রাস্তা দিয়ে। এই রাস্তা দিয়ে সহজে কম সময়ে বারুইপুর এলাকার বিধায়ক,জেলাপরিষদ সদস্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নির্বাচনের পর রাস্তা সংস্কার হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিই সার।

অবিলম্বে রাস্তা সারাই না হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসী সহ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এই রাস্তার বিষয়ে সদ্য জেলাপরিষদে নির্বাচিত সদস্য তপন সাহা বলেন, রাস্তা টি সত্যিই খুব খারাপ । জেলাপরিষদ গঠন হয়ে গেলে রাস্তাটির কথা জেলা পরিষদে উত্থাপন করে যাতে শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কার হয় তার জন্য বিষয় টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনবো।

ঝুঁকির যাতায়াত

মহেশতলা ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাটার মোড়ে বজবজ রোডের ওপর বিপদজনক ভাবে পারাপার করে বৃদ্ধ থেকে ছাত্রছাত্রীরা। একটু বেসামাল হলেই বড়সড় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তাদের। নজর নেই প্রশাসনের পুরকর্তাদের। এমন মরণ পারাপার আরও কতদিন করতে হবে সে নিয়ে সংশয়ে এলাকাবাসী। **ছবি : অরুণ লোধ**

নিরাপত্তাহীনতায় গতানুগতিক জীবনযাপন

পারের বালাই/৬

আকাশে মিশকালো মেঘ, নিচে নদী–খাঁড়িতে ঘোলা জলের তীব্র স্রোতের ধারা। যে কোনও সময়ে ধেয়ে আসতে পারে ঝড়–বাদলের প্রলয়। এরই মধ্যে নদী বেষ্টিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়–মেজ–ছোট জেটি দিয়ে নিত্যদিন এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ পেরিয়ে যান সুন্দরবনের আট থেকে আশি। ডিঙি, শালতি, কাঠের নৌকো, ভুটভুটি, ছোট লঞ্চে ভেসে যেতে যেতে নদীর উদাস বাতাসে মিশে যায় সলিল সমাধির হাড় হিম করা ভয়। পড়লে জলে কুমির, আর জঙ্গলের পাড়ে উঠলে স্বয়ং দক্ষিণ রায়। বর্ষা আসছে। কেমন আছে জেলার জেটিগুলি। ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি বিস্ময় কর।

গত সংখ্যায় বলেছিলাম গোসাবার শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের কয়েকটি ঘাটের কথা। এবার রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়ার ফেরিঘাটের অবস্থা তুলে ধরব আপনাদের সামনে। প্রথম চারটি রাঙাবেলিয়ার। পরের তিনটি সাতজেলিয়ার।

উত্তরডাঙা জেটিঘাট

পরিকাঠামো : : কংক্রিটের জেটি। ১টি ভুটভুটিতে প্রতিদিন এক হাজার লোকের পারাপার। যাত্রী আশ্রয় না থাকায় রোদ–বৃষ্টিতে নাজেহাল হতে হয়।

এমনকি শৌচাগারও এখানে অনুপস্থিত। টিউবওয়েল, ড্রপ গেট ও বিদ্যুৎ থাকলেও নেই সাইনবোর্ড বা সোলার লাইট।

জটিরামপুর খেয়াঘাট

পরিকাঠামো : এখানে দিন পিছু যাত্রী সংখ্যা গড়ে পাঁচ হাজার। ভুটভুটির সংখ্যা ২টি। কংক্রিটের জেটির পারে রয়েছে যাত্রী শেড। যাত্রী সংখ্যা যথেষ্ট হলেও নেই শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। ড্রপ গেট, সাইন বোর্ড ও বিদ্যুৎ থাকলেও নেই সোলার লাইট। এখানে লাগানো রয়েছে সিসি ক্যামেরা।

পাখিরালা ঘাট

পরিকাঠামো : ১টি মাত্র ভুটভুটিতে কংক্রিটের জেটি দিয়ে প্রতিদিন পারাপার করেন হাজারখানেক যাত্রী। পর্যটকদের পরিচিত এই ঘাটের পরিষেবা বড়ই করুন। যাত্রী শেড তো নেই–ই। নেই শৌচাগার ও পানীয় জলের কল বা টিউবওয়েল। ড্রপ গেট বা সাইনবোর্ডের দেখা মেলে না এখানে। বিদ্যুৎ থাকলেও নেই সোলার লাইটের ব্যবস্থা।

দয়াপুর পাখিরালা ঘাট

পরিকাঠামো : এই ঘাটটিও পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়। কিন্তু অবহেলা গ্রাস করে আছে একে। কংক্রিটের পাকা জেটির পাশে একটি শেড আছে বটে, কিন্তু কেউই দাঁড়ান না এখানে। ২টি ভুটভুটিতে প্রতিদিন হাজার তিনেক মানুষ পার হলেও নেই শৌচাগার ও টিউবওয়েল। নেই তালিকায় রয়েছে ড্রপ গেট ও সাইন বোর্ডও। তবে এখানে বিদ্যুতের পাশাপাশি সোলার লাইটের দেখা মেলে।

সুকুমারি জটিরামপুর ফেরিঘাট

পরিকাঠামো : সাতজেলিয়ার এই ঘাটটি মন্দের ভালো। এখানে কংক্রিটের জেটি দিয়ে ২টি ভুটভুটিতে প্রতিদিন যাতায়াত করেন ৫ হাজার সুন্দরবনবাসী, পর্যটক। নেই–এর তালিকা এখানে অমিল। শৌচাগার, পানীয় জলের টিউবওয়েল, ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড, বিদ্যুৎ, সোলার লাইট ব্যতিক্রমী করেছে এই ঘাটটিকে। এমনকি সিসি ক্যামেরাও লাগানো রয়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে।

দয়াপুর বাজার ফেরিঘাট

পরিকাঠামো : হাজার তিনেক মানুষ ২টি নৌকায় প্রতিদিন চলাচল করেন এই ঘাট দিয়ে। কংক্রিটের জেটি ও যাত্রী শেড রয়েছে এখানে। তবে অভাব শৌচাগার আর পানীয় জলের। কাছাকাছি বাজারই ভরসা সময়–অসময়ে। ড্রপ গেট থাকলেও নেই সাইনবোর্ড। তবে বিদ্যুৎ ও সোলার লাইট দুটোই রয়েছে এখানে।

সাতজেলিয়া বাজার ফেরিঘাট

পরিকাঠামো : এখানেও যাত্রীর সংখ্যা দয়াপুরের মতো ৩ হাজার। কংক্রিটের জেটি দিয়ে ২টি কাঠের নৌকায় পারাপার করেন এরা। পরিকাঠামোর দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে এই ঘাট। রয়েছে শৌচাগার ও টিউবওয়েল। ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড ও সোলার লাইট রয়েছে এই ঘাটে।

নিরাপত্তা : বাসন্তীর থেকে গোসাবার ঘাটগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুটা হলেও ভালো। প্রত্যেকটি ঘাটে লাইফ বয়া ও কখনও সখনও লাইফ জ্যাকেটের দেখা মেলে নৌকাগুলিতে। তবে ওই পর্যন্তই। বিপদ হলে শুধুমাত্র চাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক ও নৌকাগুলিতে যাত্রী তোলায় নজরদারি। চাই সতর্ক করার জন্য মাইক। কিন্তু এসব কষ্টকল্পনা। ফলে সিসি ক্যামেরা ড্রপগেট দেখবার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে সার্চ লাইট থেকে নিরাপত্তার নানা সরঞ্জাম পড়ে রয়েছে গুদামে ব্যবহারকারীর অভাবে।

রাস্তায় ধানের চারা রুইয়ে প্রতিবাদ কাটোয়ায়

দেবাশিস রায় ঃ বেহাল রাস্তায় ধানের চারা রুইয়ে প্রতিবাদ জানালেন এলাকার বাসিন্দারা। ২৬ জুলাই এই ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন কাটোয়া ২ নং ব্লকের গাজীপুর পঞ্চায়েতের দেয়াসীন গ্রামের ডাঙাপাড়ার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডাঙাপাড়া থেকে পশ্চিমপাড়া পর্যন্ত প্রায় এক কিমি রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। আগে রাস্তাটি পাকা ছিল। বর্তমানে সেটি কার্যত কাঁচা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছে, এই পাকা রাস্তাটি প্রথম যখন বেহাল হতে শুরু করে তখন দায়সারাভাবে সংস্কারকাজ করা হয়। মাটি, মোরাম প্রভৃতি দিয়ে সংস্কারকাজ করার ফলে এটি এখন পাকা রাস্তার বদলে কাঁচা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। আর এই বর্ষায় এলাকার যাতায়াতের একমাত্র পথটি কাদায় কাদায় ভরে গেছে। পরিস্থিতি এতটাই প্রতিকূল যে জুতো চটি পায়ে রাস্তায় যাতায়াত করা যাচ্ছে না। প্রায়শই রাস্তার কাদায় মাথায় উঠছে বাসিন্দাদের। একে বর্ষা তার ওপর এখন বিষাক্ত কীটপতঙ্গের পাশাপাশি বিষধর সাপের উপদ্রব শুরু হয়েছে এলাকায়।

তারমধ্যে কাদামাখা রাস্তা নিয়ে বাসিন্দাদের কার্যত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। ওই রাস্তার একপাশেই দেয়াসীন হাইস্কুল। এলাকার ছাত্রছাত্রীদের এই ভরা বর্ষার মধ্যে কাদামাখা রাস্তার উপর দিয়ে অতি কষ্টে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তাটি যথাযথ সংস্কারের জন্য এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। এমতাবস্থায় এদিন দুপুরে ডাঙাপাড়ার শর বাগ, সঞ্জয় বাগ, শ্যামলী বাগ প্রমুখ বাসিন্দারা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ফের সরব হন। তাঁরা বেহাল রাস্তাটির বিস্তীর্ণ অংশে ধানের চারা পুঁতে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের উদাসীনতায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল হয়ে রয়েছে।

বারাসতে আতান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারাসতের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান বিক্ষোভ,চলছে অচলাবস্থা। দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ অচলাবস্থা চলছে,ছাত্র ভর্তি থেকে মূল্যায়ন সবেতেই ছাত্র ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় উপাচার্যকে। বুধবার থেকে নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বারাসত স্টেশন থেকে একদল পড়ুয়া মিছিল শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। তারা পৌঁছায় চার কিমি দূরে বারাসাত কাজিবাড়ি মোড়ে। সেখানে মিছিলে যোগ দেয় আরো পড়ুয়া। সম্প্রতি বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেয় পাশ পেপারে ফেল থাকলে পরবর্তী ক্লাসে ওঠার অনুমতি মিলবে না। অনার্স নিয়ে পড়ুয়ারাও এই নির্দেশের আওতায় আসবে। সেই নির্দেশ এর প্রতিবাদে পড়ুয়ারা প্রতিবাদে সামিল হয়। বৃষ্টির মধ্যে বারাসত থেকে মিছিল শুরু করে তারা। বিশ্ববিদ্যালয় এর বাইরে উপস্থিত হয় দত্তপুকুর থানার পুলিশ। সমস্যা মেটাতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অতঃপর বৈঠকে

বসেন ভিসি বাসব চৌধুরী। তাদের দাবি, কলেজে রেজিস্ট্রেশন –এর সময়ই সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ও ছাত্রদের সই থাকে এই নির্দেশ মানা নিয়ে। এবার ইউনিভার্সিটি সেই নিয়মকে বলব করার নোটিশ দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু ছাত্রদের সমস্যার কথা বুঝে তা ইতিমধ্যেই বাতিলের কথা জানানো হয়েছে। ভিসির আরও দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলের হার বেড়ে যাচ্ছিল। ইউজিসি র নতুন নিয়মকে মাথায় রেখেই ইসি(আকাডেমিক কাউন্সিল)বিহীন এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীন কয়েক জন প্রিন্সিপাল এর সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গতকাল সেই সিদ্ধান্ত বাতিল বলে জানানোর পর বৃহস্পতিবার ছাত্রছাত্রীদের মিছিল ও বিক্ষোভ কে অবাঞ্চিত বলেন ভিসি বাসব চৌধুরী। পরিশেষে আগামী ৩১শে জুলাই এ পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা ছাত্রছাত্রীদের জানানো হবে বলে জানান উপাচার্য বাসব চৌধুরী।

তদন্ত না করে ছাত্রকে জেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: তদন্ত না করেই এক নিরীহ, নির্দোষ তৃতীয় বর্ষের পলিটেকনিক পাঠরত এক ছাত্রকে ধরে জেলে পুরে দিলো সোনারপুর থানার পুলিশ। রাজপুর –সোনারপুর পুরসভার অধীনে ২৩ নং ওয়ার্ডের জল আসার জন্য ব্যাপক ভাবে জল জমতে থাকে কাউন্সিলর সোনালী রায়ের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে। সেই জল জমাকে কেন্দ্র করে এক বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধ শুরু হয়। গত ১০ তারিখে চৌহাটির মোড়ে রাতের বেলায় লাঠি চার্জ হয় স্বয়ং সোনারপুর থানার আইসি পরেশ রায়ের নির্দেশে। সেই লাঠি চার্জের সময় বেশ কিছু নিরীহ ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পোরা হয়। অভিযোগকারী বারুইপুর সরকারী পলিটেকনিক কলেজের তৃতীয় বর্ষের মেকানিক্যাল ছাত্র শুভম ঘোষের বক্তব্য– আমি রাজপুর থেকে এসেছিলাম চৌহাটির মোড়ে মা কালী মিষ্টান্ন ভান্ডারে বাড়ির জন্য কিছু মিষ্টি কিনতে। এরপর চৌহাটির মোড়ে ফুচকা খাচ্ছিলাম। পিছন থেকে আমায় এক পুলিশ অফিসার বলে চল গাড়িতে ওঠ। কলার ধরে গাড়িতে তুলে দিলো। বাবাকে ফোন করতে দেয়নি। এই বিষয়ে বেশ কিছু কাউন্সিলর খুবই ক্ষুব্ধ। সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায়ের বক্তব্য চৌজাগঠতে লাটী তার্জ করা সময় সুভম কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো সে একশ শতাংশ গন্ডোগোলের মধ্যে জড়িত ছিলো বলেই। তিনি বলেন ৩–৩০ ঘন্টা জেখানে বিক্ষোভে সামাল দিতে লাঠী চার্জ করতে হোল সেখানে কোন জনপ্রতিনিধি বা নেতা ধারে কাছে এলো না কেন? যদি ওনারা আসতেন তাহলে লাঠী চার্জ হোত না। বা কাউকে ধড়পাকড় হোত না। শান্তিতে মিটে যেতো সব কিছুই । পাড়ার বাসিন্দারা বেজায় চটে গিয়েছেন সোনারপুর থানার উপর। শুভমের বক্তব্য রাতে এক প্রভাবশালী মহিলা এসে তিন জনকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের বসিয়ে রাখা হয় তদন্তকারী অফিসারের ঘরে। শুধু তাই নয় মহিলা তরকা রুটি কিনে দেয় শুভমদের জন্য। ১১ জুলাই বাকী ৫ জনকে বারুইপুর কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। কোর্ট শেষ হবার পর ১১ তারিখ আমাকে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ১৮ তারিখ কেস রিলিফ দেওয়া হয়। এক কাউন্সিলর বলেন ছাত্র যদি লজ্জায় অপমানে ঘৃণায় কিছু করে বসতো। পুলিশের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটলো। কাউন্সিলর বলেন, শুভমের সরকারি চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সোনারপুর থানা ছাত্রের বিচার না করে খোঁজখবর সঠিক ভাবে না করে পলিটেকনিক পাঠরত ছাত্রের জীবন মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে অস্থিরতা তৈরি করলো। সারা জীবন শুভম ভাববে লক–আপ ও জেলের কাহিনীর কথা। অন্যদিকে শুভমের বাবা ভাববে ঈশ্বর ওদের বিচার করুন আপনার আদালতে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ২৮ জুলাই – ৩ আগস্ট, ২০১৮

মোদীর ৪ বছরের আর্ন্তজাতিকীকরণে গৌরব বাড়ছে

নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতায় এদেশের বিরোধী দল ও একাংশের গণমাধ্যম যেভাবে সক্রিয় তাতে মনে হচ্ছে এখনই যেন তারা ধরে নিয়েছেন যে বিজেপি তথা এনডিএ–এর বিদায় আসন্ন। রাহুল গান্ধিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাঘ বানানোর চেষ্টা ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। অথচ ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে রাহুল গান্ধি যেভাবে বারংবার ব্যর্থ হচ্ছেন তাতে সন্দেহ হয় ইনি দেশের দায়িত্ব পেলে কী করবেন। অর্থাৎ 'কাকে দিল রাজার পার্ট' সুলভ ব্যাপার স্যাপার আর কি। কদিন আগেই সংসদে রীতিমতো ফাটাফাটি পারফরমেন্স করার পর (কতিপয়ের ভাষায়) যেভাবে 'চোখ মেরে' সব গুবলেট করে দিলেন তাতে এই সন্দেহ আরও দানা বাঁধছে। আর এতসবের মাঝে মোদীর এই ৪ বছরের বেশি সময়ে ভারতের যে আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটেছে সেটা কোথায় যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। ঢেকে যাচ্ছে সেই সাহসী প্রধানমন্ত্রীর ছবি যিনি এই প্রথম সংসদে দাঁড়িয়ে নেতাজির প্রতি অবিচারের জন্যে তোপ দাগছেন গান্ধি–নেহরু পরিবারের প্রতি। অথচ এই আমলেই চিনকে ছাপিয়ে এশিয়া তথা বিশ্বের অন্যতম তাবড় শক্তি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে ভারত। আর চিনারা কি করছে প্রবল ভারত বিদ্বেষী পাকিস্তানকে তাতিয়ে তুলে তাদের দিয়ে এদেশে অস্থিরতা তৈরি করছে। তাছাড়া তিব্বত এবং ক্ষেত্রবিশেষে নেপালের মাধ্যমেও ভারতে অস্থিরতার বিজ রোপনের ছক রয়েছে। বিভিন্ন সীমান্তে তাদের সৈন্য মোতায়েন যেভাবে বাড়তে শুরু করেছে তাতে ভালোও বোঝা যাচ্ছে কতটা বৈরিতা চিনাদের ভিতরে লালিত হচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে লবির ক্ষেত্রে ভারতের এই অগ্রগতি বিজেপির আমলে সবসময়েই আলাদা মাত্রা পায়। অটলবিহারি বাজপেয়ী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনও আমেরিকার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে ভারতের তাগিদ অনুভূত হয়েছে। স্বাধীনতার ৭০ বছর কেটে যাওয়ার পর যদি হিসাবের খাতা মেলাতে যান দেখা যাবে অধিকাংশ সময়ই দিল্লির গদিতে আসীন ছিল কংগ্রেস। আরও ভেঙে বললে, গান্ধি নেহেরু পরিবারের দ্বারা বেশিরভাগ সময়ে কুক্ষিগত থেকেছে দিল্লির দরবার। সেই জায়গা থেকেই রাশিয়া বা পূর্বতন ইউএসএসআর (সোভিয়েত রাশিয়া)–এর ঘনিষ্ঠ হয়েছে কংগ্রেস তথা ভারত। জওহরলালের রাশিয়া প্রীতি থেকেই এই বন্ধুত্বের উদ্ভব। তাতে কাজের কাজ কিছু হয়েছে কি না সেটা দেখতে গেলে বোঝা যায় ভারতের ভাঁড়ার কার্যত শূন্য থেকেছে। সেদিক থেকে বিজেপি যদি দুনিয়ার প্রবলতম শক্তি আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রী গড়ে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাতে তো কোনও দোষ নেই। রাশিয়ার জুজু দেখানোর থেকে আমেরিকার সদ্ভাব অনেকটাই ভালো। এই লবি পরিবর্তনের যে কাজটা মোদিজী সুচারুভাবে করছেন তাতে কোণঠাসা করা যাচ্ছে ভারতের সবথেকে শত্রু দেশ চিনকে। আমেরিকার সঙ্গে আজকের যে সন্ধি মোদি গড়ে তুলছেন তার সোপান কিন্তু বহু বছর আগেই গড়ে উঠেছিল আরও এক নরেন্দ্র আমাদের পূজিত স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে। ভারতকে গোটা দুনিয়ার কাছে উন্নতশির করে তুলতে স্বামীজি বেছে নিয়েছিলেন এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরকে। অদ্ভুত এক ঐতিহাসিক সমাপনে আজকের নরেন্দ্র মোদিজী সেই আমেরিকাতেই ফের একবার ভারতের মস্তক উন্নত করে তুললেন।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

আর তাহাকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দিতে থাকে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে, কিন্তু জীবনটা তো এরূপ একটা তামাশা নয়, জীবনে গভীরভাবে প্রণিধান ও আলোচনা করিবার বিষয় অনেক আছে।

এখন তোমাদিগকে আজিকার বক্তৃতার মুখ্য বিষয়গুলি পুনরালোচনা করিতে বলিতেছি।প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সকলেই জগতের নিকট ঋণী, জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু ঋণী নয়। আমাদের সকলেরই মহা সৌভাগ্য যে, আমরা জগতের জন্য কিছু করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাকি।দ্বিতীয়তঃ এই

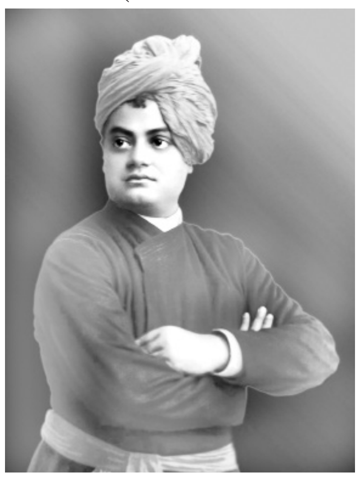

জগতে একজন ঈশ্বর আছেন। ইহা সত্য নয় যে, এই জগৎ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে।ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান। তিনি অবিনাশী নিয়ত ক্রিয়াশীল, তাঁহার সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।যখন বিশ্ব জগৎ নিদ্রা যায়, তখনো তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাঁহার কাজ। তৃতীয়তঃ আমাদের কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। এই জগৎ চিকাল শুভাশুভের মিশ্রণ ইহায়াই থাকিবে। আমাদের কর্তব্য–দুব৩লের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিষ্টকারীকেও ভালবাসা। এ জগৎ একটি বিরাট নৈতিক ব্যায়ামশালা–এখানে আমাদের সকলেকেই অনুশীলন করিতে হ ইবে, যাহাতে দিন দিন আমরা আর বেশি আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে পারি চতুর্থতঃ আমাদের কোনপ্রকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নয়, কারণ গোঁড়ামি প্রেমের বিপরীত। গোঁড়া ফস করিয়া বলিয়া বসে, 'আমি পাপীকে ঘৃণা করি না, পাপকে ঘৃণা করি।'

ফেসবুক বার্তা

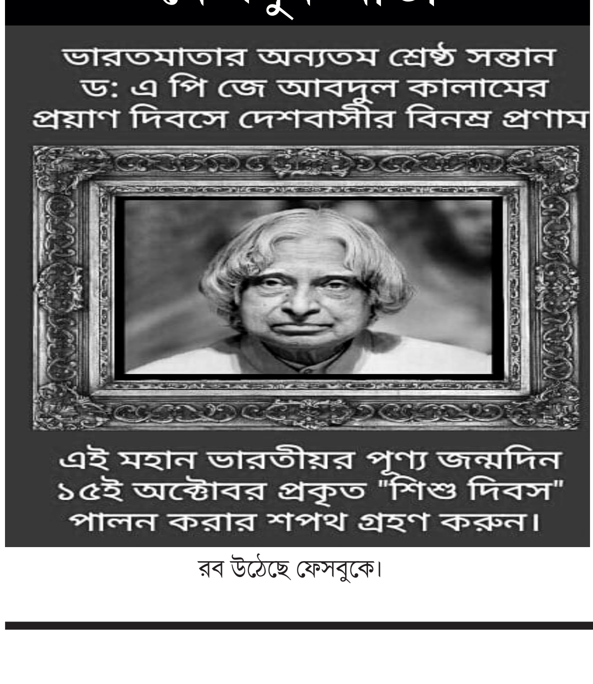

রব উঠেছে ফেসবুকে।

কৃষকদের দুঃখ মোচনে বিকল্প পন্থা প্রয়োজন

প্রেরণা শর্মা সিংহ

চাষিদের কয়েক ডজন সংগঠিত সংস্থা হঠাৎ করে দেশের বড় বড় শহরে শাকসবজি, দুগ্ধজাত দ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত নিল তা কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে চাষিদের মধ্যে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ক্রম ধূমায়িত ক্ষোভের প্রকাশ। তার চেয়েও বড় কথা এই সমস্যার নিরসনে সরকার চটজলদি সমাধান তো খুঁজে পাচ্ছেই না, একই সঙ্গে অতি উৎপাদনের ফলে কৃষি পণ্যের দামেও পতন দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সামনের বছরের লোকসভা ভোটের আর খুব দেরি না থাকায় শাসকদল বেশি ঝুঁকি নিতে না পেরে চাষের যে খরচা কৃষকের তরফে হয়েছে তার ওপর শতকরা ৫০ শতাংশ বেশি খরচ চুকিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই সিদ্ধান্ত কতটা কাজে পরিণত হবে তা নিয়ে কিছুটা ধন্দ থেকেই যায়। আর এর মাধ্যমে অজস্র কৃষক পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার স্থায়ী পরিবর্তন কতটা সফলভাবে করা যাবে সেটাও ভাবা দরকার। বিশেষ করে বাজারে কৃষি পণ্যের ক্রম হ্রাসমান দামকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এটি কতদূর সফল হতে পারবে সেটাও বিচার্য। এছাড়া এই সিদ্ধান্তের এমন কিছু অনিচ্ছাকৃত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা যাতে কৃষিপণ্যের রপ্তানিক্ষেত্রে মার খেতে পারে।

বাজারে গম, সরষে, বার্লি, মিলেট, কালো তিল প্রভৃতি পণ্যের উৎপাদন খরচের ওপর ৫০ শতাংশ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অনেকদিনই ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু তাতে যে কৃষকদের অসন্তোষ মেটেনি বা তা যে সঠিক কার্যকরী হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান কৃষক বিক্ষোভ ও মিছিল ইত্যাদিতে। এই সূত্রে কেন্দ্র ২৩টি কৃষি উৎপাদনের ক্রয়মূল্য বেঁধে দিলেও কেবলমাত্র ধান, গম ও আখের ক্ষেত্রে সরকার বা মিলগুলির ফলপ্রসূভাবে পণ্যটি কিনে নেওয়া বলবৎ আছে। অন্যগুলির ক্ষেত্রে তা নেই।

তাই নিশ্চিতভাবেই আবার

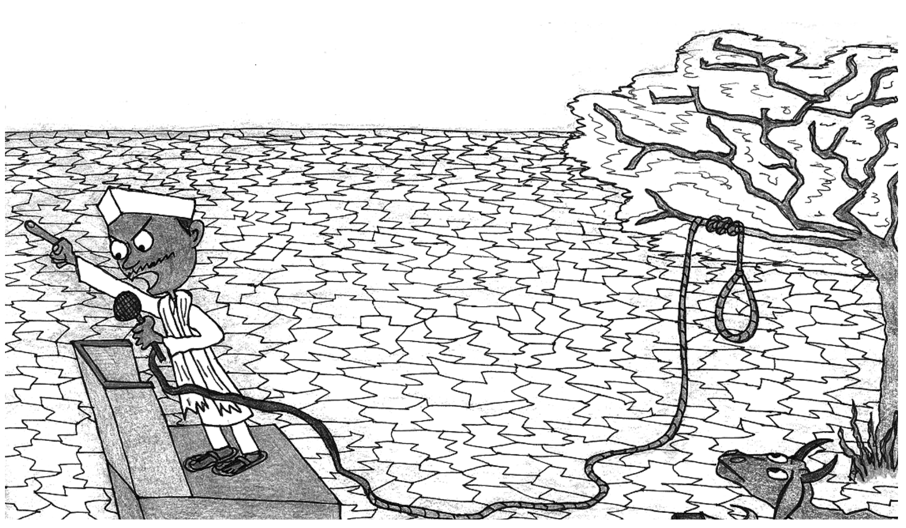

দামের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটিয়ে উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহের নিশ্চয়তা না দিতে পারলে বিষয়টা কতদূর কাজের হবে তা ভাবা দরকার। শুধু তাই নয়, যে পণ্যগুলির ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সঙ্গে তা কিনে নেওয়ার ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে চালু আছে সেখানেও নানাবিধ চ্যালেঞ্জ আসছে। এক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট রাজ্যেও যেমন— মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে পণ্য সংগ্রহের উন্নত পরিকাঠামো আছে। সংগ্রহের সময় বেশি পরিমাণ অপচয় ও বাইরে পড়ে যাওয়ার ফলে এখানেও সংগ্রহ খরচ বেড়ে যায়।

তৃতীয়ত ভারতীয় কৃষক পরিবারের তিন চতুর্থাংশ বাজারে বিক্রি করবার মতো উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে পারে না। ফলে কী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিক হলো তাতে তাদের খুব একটা হেরফের হয় না।

চতুর্থত, আখ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার খাতিরে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারগুলি নিজেদের জনপ্রিয়তার মানদণ্ড অটুট রাখতে সংগ্রহমূল্য অনেক সময় এতটাই বাড়িয়ে দিচ্ছে যে চিনির মিলগুলি বাস্তবে সেই দামে সংগ্রহের পর তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগকে প্রায় ধ্বংসের মুখে এনে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের চাষিদের দেয় বকেয়ার পাহাড় জমছে, অন্যদিকে উৎপাদিত চিনির দাম এখন তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। এর ফলে তারাও সরকারের কাছ থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলানোর আবেদন জানাচ্ছে। ভালো সমর্থন মূল্য নিশ্চিত করে দেওয়ার ফলে দেশে বেশি পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় এমন সব শস্যের চাষ বেড়ে গেছে— যেমন ধান বা আখ। এমনকী যে সমস্ত অঞ্চলে জলের বড়সড় ঘাটতি রয়েছে যেমন হরিয়ানা, পঞ্জাব বা মহারাষ্ট্র সেখানকার বেশিরভাগ জল এই চাষই টেনে নিচ্ছে, ফলে অন্য চাষ মার খাচ্ছে। বলা দরকার, ধান ও আখ দেশের মাত্র ২৫ শতাংশ জমিতে চাষ হলেও তারা সেচযোগ্য মজুত জলের ৬০ শতাংশ টেনে নেয়। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মাত্র ১৮ শতাংশ জমিতে সেচ দেওয়ার উপযুক্ত জল থাকলেও আখ চাষে উৎসাহ থাকার ফলে সেখানেই মজুত ৭১ শতাংশ খরচ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন কৃষিপণ্য সমর্থন মূল্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার আনতে পারলে ভালো হয়। যেমন মধ্যপ্রদেশে পিডিপি অর্থাৎ বাজার দামের সঙ্গে চাষির উৎপাদন মূল্যের যে ঘাটতি হচ্ছে তা মিটিয়ে দেওয়া চালু করেছে সয়াবিনের ক্ষেত্রে। হরিয়ানা করেছে ফল ফুলের ক্ষেত্রে। এগুলির কাজ কিছুটা ফলদায়ী হচ্ছে। উৎপাদন খরচের সঙ্গে বাজার দরের যে ফারাক হয় সরকার সেই ঘাটতি সরাসরি চাষির ব্যাঙ্ক খাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। মাঠে নেমে কোনও সংগ্রহ করছে না। এ সত্ত্বেও বাজার দর অনেক সময় এতটা নেমে যেতে থাকে তাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে সরকার এই প্রকল্পটি সাময়িকভাবে বাতিল করেছে। এর ফলে অনেকেই সন্দেহ করছেন অন্যান্য কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়তো অনেক খরচসাপেক্ষ হওয়ার সঙ্গে যথেষ্ট অপচয়েরও সম্ভাবনা থেকে যায়।

বাস্তবে সহায়ক মূল্যের মাধ্যমে দাম ঠিক করার ক্ষেত্রে বাজারে চাহিদার দিকটি অবহেলিত থেকে যায়। উচ্চ সহায়ক মূল্যের আকর্ষণে বহু ক্ষেত্রেই উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপক বেড়ে গিয়ে বাড়তি সরবরাহ বাজারে এসে যায়। এর অনুষঙ্গ হিসেবে বাজারে পণ্যের দাম আরও পড়ে যায় ফলে অনুদানের মাত্রাও বাড়তে থাকে। চাল ও গমের ক্ষেত্রেই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দুই ক্ষেত্রে সরকার উৎপাদনে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে আর তার পরেই যাতে বাজারে দাম না পড়ে যায় তার জন্য উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ সরকার নিজেই কিনে নিতে থাকে।

অন্যদিকে এমএসসি বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটলে শস্যটির দামও স্বাভাবিকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পাবে এর ফলে বিশ্ব বাজারে ওই একই পণ্য যদি কম দামে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানির মার খাওয়ার আশঙ্কা। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম যদি তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এর ফলে দেশের মধ্যে শস্যের সরবরাহ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাবে। সস্তায় আমদানিও শুরু হয়ে যেতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে সরকারকে হয় আমদানি শুল্ক বাড়াতে হবে, নয়তো রপ্তানি ক্ষেত্রে ভরতুকি দিয়ে মাল চালান করতে হবে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো এর ফলে বিপন্ন চাষি যদি আবার ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ মকুব দাবি করে সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অনাদায়ী ঋণের দায়ে কাবু ব্যাঙ্কগুলি বেজায় বেকায়দায় পড়ে যাবে।

সেই কারণে এটা মনে রাখা জরুরি, কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার কৃষিপণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে বা উৎপাদন খরচের ওপর ভরতুকি দিলেই যে সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা হলফ করে বলা যায় না। এক্ষেত্রে আর একটি কথা বলার যে যখন দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের দাম বেশি থাকে তখন কৃষিপণ্য উৎপাদকদের রফতানিতে বাধা দেওয়া অনেকটা তাদের শাস্তি দেওয়ারই শামিল। অন্যদিকে বাজারে দাম যখন পড়তির দিকে থাকে তখন আমদানি শুল্ক বাড়াবার ক্ষেত্রে সরকার অনেকটাই ধীরে চল নীতি নেয়। বাজারে মুদ্রাস্ফীতি না বাড়িয়ে কৃষকের আয় দীর্ঘমেয়াদি ভাবে বাড়াতে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ আয়ের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ঘটাতে কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনিয়োগ দরকার, যাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শস্য মাঠ থেকে উঠে গেলে তা সংরক্ষণের পরিকাঠামো নিশ্চিত করা। এর ফলে দেশব্যাপী কৃষিপণ্যের ২০ শতাংশ অপচয় বন্ধ হওয়া নিশ্চিত হবে।

এখন নির্দিষ্ট কোনও বিশেষ কৃষিপণ্যকে চিহ্নিত না করে ঠিক তেলেঙ্গানায় যেমন করা হয়েছে সব ধরনের কৃষিজাত পণ্যকেই খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণ দাম চাষিকে চুকিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে সরকার প্রতি হেক্টর চাষযোগ্য জমির কৃষককে সে যে শস্যই চাষ করুক না কেন ১০ হাজার টাকা এককালীন মিটিয়ে দিচ্ছে।

এই প্রকল্পে তুলনামূলক সহজ রূপায়ণযোগ্যতা ও বাজারের ওঠানামার ওপর সর্বদা নজর রাখার দরকার না থাকায় এই প্রকল্পকে দেশের অন্য রাজ্যেও অনুসরণ করা যেতে পারে। দামের ক্ষেত্রে রাজ্যওয়াড়ি কিছু হেরফের তো হতেই পারে। কৃষকরা এই প্রকল্পে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তারা কী শস্য বুনবে। তারা বাজারের চাহিদা, মূল্যমাণ আগে থেকেই আন্দাজ করে যে পণ্যের দাম ও চাহিদা ও লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকবে সেটিই চাষ করবে। সরকার তো হেক্টর হিসেবে এককালীন টাকার নিশ্চয়তা আগেভাগেই দিচ্ছে। তাই, ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে সরকারি নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি থেকে এখুনি বাইরে আনাই হবে মঙ্গলজনক।

সৌজন্যে : স্বস্তিকা

বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ

অমিতাভ সেন

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণের আগে শ্রীমা সারদাকে বলেছিলেন : পরভাতি হলেও পরঘরি হয়ো না। অর্থাৎ শ্রমের বিনিময়ে অপরের অন্ন গ্রহণ করলেও অপরের ঘরে ঠাঁই নেওয়া উচিত নয়। নিজ হাতে বাঁধা মোর কাঁচা ঘর খাসা। শ্রীশ্রী ঠাকুর যতদিন পৌরোহিত্য করতেন, দক্ষিণা স্বরূপ মাইনে পেতেন রাণী রাসমণির এস্টেট থেকে। সে কাজে ভাইপো রামলালকে নিযুক্ত করার পর পাঁচ টাকা করে পেনশন পেতেন। তাঁর সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন ভবিষ্যতে শ্রীমার প্রয়োজনে লাগবে বলে। সন্ন্যাসী হয়েও বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। এজন্যই সকল মানুষ তাঁর শরণাগত।

ইচ্ছে থাকলে বহু মানুষের দায়িত্ববান হওয়ার সুযোগ ছিল না। যেসব মানুষ অর্গানাইজেশন সেক্টরে কাজ করেন তারা ইএসআইএস/ইপিএফও–র মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা পান। এছাড়া রয়েছেন সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। এই ভাগ্যবানদের মোট সংখ্যা ত্রিশ কোটির বেশি নয়। নরেন্দ্র মোদী প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি সকল মানুষের জন্য অটলবিমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা প্রভৃতি স্কিমগুলি আনেন। মাসে মাত্র একটাকা প্রিমিয়ম এর বিনিময়ে ২ লক্ষ টাকার অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট। বছরের ৩৩০ টাকা প্রিমিয়ম (দিনে এক টাকারও কম) দিলে ৬০ বছর বয়স থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পেনশন–এর ব্যবস্থা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বিপিএল ভুক্ত ৫০ কোটি ভারতবাসীর জন্য পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত

মেডিক্যাল ইনস্যুরেন্স চালু হয়েছে। প্রথম ধাপে ওয়েলনেস সেন্টার খোলা হচ্ছে। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি লেভেল পরিষেবা দেওয়ার জন্য হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের এক বছরের জন্য সার্জারি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। সকল ডিসিপ্লিন–এর ছাত্ররা একই সিলেবাস পড়ে ফার্মাকোলজি ছাড়া। অ্যালোপ্যাথ–এর ছাত্ররা গ্রামের দিকে যেতে চায় না। বাকিদের সে বালাই নেই। আটশো জীবনদায়ী ওষুধ জনওষুধি কেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে। স্টার্ট আপ স্ট্যান্ড আপ স্কিমে বহু নবীন রসায়ন শাস্ত্রী বেসিক ড্রাগ তৈরি করছে।

এই সকল কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে জিএসটি বরহস্ত। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে কখনই ফর্মাল আকার দেওয়ার চেষ্টা হয়নি। আমরা চাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতবো, ডোকালাম এ চিনের অপচেষ্টা রুখবো, আমাদের রাস্তাঘাট ইনফ্রাস্ট্রাকচার সব দুরস্ত থাকবে... অথচ সরকারকে ট্যাক্স দেবো না। ইনডিরেক্ট ট্যাক্স রেট এক এক রাজ্যে এক এক রকম। এবং কমপ্লায়েন্স এ ইউনিফর্মিটি নেই। পণ্য পরিবহণকারী ট্রাক লোড এন্ট্রি ট্যাক্স পয়েন্টে ২৩ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে তেল পোড়ায় এবং পলিউশন বাড়ায়। আইআইটি খড়্গপুরের সার্ভে বলছে এই অপব্যবহারে বছরে দেশের চল্লিশ হাজার কোটি টাকা নষ্ট হয়। ১ জুলাই ২০১৭তে জিএসটি লাগু হওয়ার পর করদাতার সংখ্যা ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ হয়েছে, ট্যাক্স আদায় বেড়েছে ১৪%; ১৮–১৯ অর্থবর্ষে অনুমান করা হচ্ছে জিএসটি থেকে ১৪ লক্ষ কোটি টাকা আদায় হবে। ট্যাক্স বেস বাড়াবার জন্য ৩০০টির মতো পণ্য ২৮% থেকে ১৮% রেট স্তরে আনা হয়েছে। ২৭ হাজার কোটি টাকার এক্সপোর্ট রিফান্ড করা সম্পূর্ণ হয়েছে। ইনপুট ক্রেডিট থাকার জন্য ক্ষুদ্র উৎপাদকরা পণ্যের (টার্ন ওভার) আন্ডার রিপোর্টিং করতে কেউ চাইছে না। ধরা যাক ১০০ কেজি লোহা কেনা হয়েছে কড়াই উৎপাদন করার জন্যে। ১০০ কেজি লোহার ওপর ৫ টাকা জিএসটি দেওয়া আছে। কড়াইয়ের ওপর মোট ট্যাক্স নির্ধারিত হল ৭ টাকা। অর্থাৎ ৭ থেকে ৫ বাদ দিয়ে মোট ট্যাক্স দিতে হবে ২ টাকা। একেই বলে ইনপুট ক্রেডিট। বার্ষিক ব্যবস্থা ২০ লক্ষ টাকার অধিক সমস্ত ক্ষুদ্র উৎপাদকরা জিএসটি নেটওয়ার্কের মধ্যে আসতে চাইছেন, কারণ এতে বড়ো ইউনিটএর সঙ্গে কারবার করা যায় এবং সেই সঙ্গে ইনপুট ক্রেডিট এর সুবিধা পাওয়া যায়। জিএসটি–র একটা বড়ো অবদান 'অথরিটি অব অ্যাডভানস রুলিং'। এতে বিদেশি ও দেশীয় লগ্নীকারীরা জানতে পারবেন ট্যাক্স লায়াবিলিটি কতো পাবে। এতে ব্যবসা পদ্ধতি স্বচ্ছ হবে, ইন্সপেক্টর রাজ খতম হবে। এর কারণে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বাড়ছে। এই ভাবে জিএসটি বড়ো ইউনিট এবং ছোট ইউনিট উভয়কেই সুযোগ এনে দিয়েছে। কেউ কেউ একটাই জিএসটি রেটের কথা বলছেন। এটা মানলে দুধ ও মার্সিডিজের বা নুন এবং সোনার ওপর একই রেটে ট্যাক্স দিতে হবে। এই মুহূর্তে রাজ্যগুলি অ্যালকোহল ও পেট্রোলিয়ম প্রোডাক্ট জিএসটির আওতায় আনতে চাইছে না। আমার মতে সম্ভবও নয়। পশ্চিমবঙ্গে কোনও নতুন কারখানা আসছে না। আসছে হোটেল–বার–রেস্টুর‌্যান্ট। এইসব জায়গায় ভিড় করে রয়েছে যেসব মানুষ তাদের সকলের বাড়িতে একাধিক এসইউভি গাড়ি রয়েছে। অ্যালকোহল ও পেট্রোলের ওপর ট্যাক্স কমালে ইমিডিয়েট লাভ হবে এই সব ধনী নন্দনদের, রামা কায়েত, হাসেম শেখদের নয়।

এখন জিডিপি ৯.৯। সারাদেশে ভাল বর্ষা হচ্ছে। ২০১৯ এ জিডিপি ৯ অঙ্ক পার করবে। ২০২২ সালে আমাদের ইকনমিও ট্রিলিয়ন ডলার হবেই। স্বামিজী বলেছেন : আমি দেখিতে পাইতেছি আমার ভারতমাতা সারা বিশ্বের পূজা পাইতেছেন। তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয়।

পাঠকের কলমে

মাত্রা ছাড়ালেন রাহুল

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের পীঠস্থান হল ভারতীয় সংসদ। অতীতের অনেক গৌরবের ইতিহাস লেখা আছে এই ভবনের চার দেওয়ালের প্রতিটা ইঁট পাথরে। দশের জ্বলন্ত সমস্যা সমূহের সমাধান কল্পে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ সহ তথ্য ভিত্তিক আলোচনা হবে। সাংসদদের মধ্যে বাক–বিতণ্ডা হবে বুদ্ধিদীপ্ত টিকা টিপ্পনি হবে– এটাই স্বাভাবিক। সরকার এবং বিরোধী উভয় পক্ষের সংসদরা সব সময় যে সংসদীয় রীতিনীতি মেনে আচার আচরণ করে তাও নয়। অতীতের অনেক অসংসদীয় ঘটনার সাক্ষী আছে এই সংসদ। কিন্তু সংসদটা যে বুড়ো খোকার খেয়াল চরিতার্থ করার স্থান তা ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করল গত ২০ জুলাই বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের দিন।

শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেস–এর সভাপতি বক্তৃতা শেষে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলছেন ''ওঠ ওঠ আমি তোমায় আলিঙ্গন করব''। সংসদীয় রীতিনীতি দূরের কথা এটা সাধারণ শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে কি? ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিকে কোনও ভারতীয় কি বলতে পারে এসো আমি তোমার সঙ্গে আলিঙ্গন করব।'' যদি কেউ বলেও তাকে পাগল ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় কি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর জ্যোতি বাবুর মধ্যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক বৈরিতা ছিল। মমতা প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে মহাকরণে জ্যোতি বসুকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। এটাই রাজনৈতিক সৌজন্য। অর্ধভারতীয় রাহুলজি মোদীকে শ্রদ্ধা জানাতে চাইলে প্রণাম করতে পারতেন। ভারতীয় রীতি হলো বড়দের প্রণাম করা। সমবয়সী অথবা সমান মর্যাদার মানুষদের মধ্যে কোলাকুলি করার রীতিও আছে। এক্ষেত্রে রাহুলজি বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের সঙ্গে কোলাকুলি করতে পারতেন । সেটা দোষের হতো না। তত্ত্ব বলে যে একজন অন্যের প্রতি প্রেমে বিগলিত হলে তবেই আলিঙ্গনের লিপ্সা জাগে। চৈতন্যদেব কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর থেকে সকলকেই কৃষ্ণের প্রতি রূপে জ্ঞান করতেন। তাই তিনি আ–চণ্ডালে কোল দিতেন অর্থাৎ আলিঙ্গন করতেন তাদের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম জাগাবার মানসে।

যে মানুষটা দেশে বিভেদের রাজনীতির বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে, যে কোটি কোটি ভারতবাসীর করের টাকা র‌্যাফাল ডিলে অবৈধ ভাবে পুঁজিপতিদের পাইয়ে দিয়েছে– হঠাৎ করে রাহুলের অন্তরে সেই মানুষটার জন্য প্রেম জাগল কেন? আর প্রেম যদি না জেগে থাকে তাহলে আলিঙ্গনটা মেকী। এবং এটা যে নিছকই নাটক তা রাহুল নিজেই জানিয়ে দিলেন পাশের এমপিকে ''চোখ মেরে''। এবং একবার মাত্র আলিঙ্গন করলেই মোদীর অন্তর থেকে সব ঘৃণা কর্পূরের মতো উঠে যাবে তেমন আধ্যাত্মিক শক্তি কি রাহুলজি অর্জন করেছেন? যদি না করে থাকে তাহলে নাটক ব্যর্থ হবে। আর কে অপরের প্রতি ঘৃণা দূর করতেই বা হবে কেন? রাহুল মোদী ঘৃণা তো ব্যক্তিগত কারণে নয়। রাহুলজি দেশের ভাল চায়, আর মোদীজি দেশের মন্দ হয় তেমনি কাজ করে চলেছে তাই তো রাহুলের মোদী বিরোধিতা। দেশের স্বার্থেই তো একে অপরকে শত্রু ভাবছে। যত দিন এই দুই নেতা স্ব স্ব পদে বহাল থাকার ততদিন শত আলিঙ্গনেও এই শত্রুতা শেষ হওয়ার নয়, এবং তা হওয়া উচিত নয় দেশের স্বার্থে।

সাংসদ অপরের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা মস্করা করবে, করমর্দন করবে, হাই হ্যালো করবে, গলাগলি করবে জড়াজড়ি করবে তার জন্য সেন্ট্রাল হল আছে। সংসদদের ক্যানটিন আছে। সেখানে কি হচ্ছে দেশের মানুষ তা দেখে না। সংসদে রাহুলের এই বালখিল্য যুক্তিহীন আচরণে যেমন নিজের পদমর্যাদা হানী হয়েছে। তেমনি সংসদের মর্যাদা হানি হয়েছে। রাহুল প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তি মোদীতে নামিয়ে এনেছেন। এটা জানা উচিৎ যে ব্যক্তি মোদী সংসদের কেউ নয়।

সবচেয়ে দুঃখ হয় যখন দেখা যায় তার দলের নেতারা এবং কিছু সংবাদ মাধ্যম এটাকে 'রাহুলীয় রীতি' বলে বাহবা দিতে শুরু করে। তাহলে এবার থেকে মহাজনের পথ অনুসরণ করে যে কেউ যাকে ইচ্ছা তাকে বুকে টেনে নিতে পারে। বলবে আমরা ইচ্ছা হয়েছে ওর সঙ্গে আলিঙ্গন করার। অপর পক্ষের কিছু বলার থাকবে না– কারণ এটা তো সৌজন্যের প্রতীক। সম্প্রীতির বার্তা। রাস্তায় সেলিম যদি সুজাতাকে কিংবা সুজিত যদি সুপর্ণাকে 'হাগ' করে সেটা দোষের হবে না তো?

কেশবচন্দ্র বেরা, পূর্বমেদিনীপুর

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

বীরভূম

জখম ছাত্রের পাশে তৃণমূল

অভীক মিত্র : ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় হাত – পা খোয়ালো বীরভূম জেলার বনরামপুর গ্রামের ছাত্র নুর আলম শেখ ওরফে খান বাহাদুর (১৬)। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ২১ জুলাই ভোরে রামপুরহাট স্টেশন থেকে বন্ধুদের সঙ্গে হাওড়াগামী বিশ্বভারতী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জারে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় নুর আলম। সকাল ৯:৫৫টা নাগাদ ব্যান্ডেল জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে জল নিয়ে আসার সময় ট্রেন ছেড়ে দিলে চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে প্রচন্ড ভিড়ের চাপে প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের মাঝে পড়ে যায় নুর আলম। সঙ্গীরা চেন টেনে ট্রেন থামায়। ব্যান্ডেল জিআরপি উদ্ধার করে চুচুঁড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করে। বাঁ হাত এবং বাঁ পা খোয়া যায় নুর আলমের। বাবা তাঞ্জেরুল শেখ পেশায় লরিচালক। নুর আলম রাজগাওঁ মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র। ধর্মতলা সমাবেশ থেকে ফেরার পথে জখম ছাত্রকে দেখতে চুচুঁড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে যান বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার ভকত, মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অসিতকুমার দাস (সুজয়)। রাতে নুর আলমকে কলকাতা পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রবিবার সকালে মুরারই বিধায়ক আব্দুর রহমান কলকাতা থেকে ফোনে বলেন, 'সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে দলের পক্ষ থেকে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে। রাত্রি একটা পর্যন্ত আমরা কলকাতা পিজি হাসপাতালে ছিলাম'। তৃণমূলের নেতা কমী সমর্থকরা পাশে থেকে সবরকম সাহায্য করছেন বলে জানান নুর আলমের বাবা তাঞ্জেরুল শেখ।

বৃষ্টির জন্য দোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : আষাঢ় মাস শেষ হয়ে শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ চলছে। অসহ্য গরমের সঙ্গে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। মাঠ শুকিয়ে গিয়েছে। দেখা নেই বৃষ্টির। ২১শে জুলাই সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ রাজগ্রাম ঈদগাহ ময়দানে মৌলানা আলী খান সাহেব নামাজ পড়ান ও বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। কয়েকশো লোক জমায়েত হয়ে নামাজ পড়ে। আস্তুয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়া ওখতিয়া মসজিদে বৃষ্টির জন্য দোয়া পড়ান মৌলানা মাহাতাব শেখ। রবিবার সকাল সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ রাজগ্রাম ঈদগাহ ময়দানে মৌলানা আশরাফুল হক রহমান সাহেব নামাজ পড়ান ও বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন।

যুবকদের মানবিকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুলাই সকালে সন্তোষপুর গ্রামের রাস্তার ধারে এক অচৈতন্য যুবককে উদ্ধার করে রাজগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে চন্দন ভকত, শশী ভকত সহ বামুনডাঙা গ্রামের কয়েকজন যুবক। জ্ঞান ফিরলে জানা যায় উদ্ধার হওয়া যুবকের নাম রাজেশ মন্ডল। বাড়ি হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার জগদীশপুর গ্রামে। মানুষের মন থেকে যে এখনো মানবিকতা হারিয়ে যায় নি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চন্দন, শশী ভকতের মতো যুবকেরা।

কংগ্রেসের শহিদ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুলাই রামপুরহাট পাচঁমাথা মোড়ে 'শহিদ দিবস' পালন করলো বীরভূম জেলা কংগ্রেস। শহিদদের স্মৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, রামপুরহাট বিধানসভার যুব সভাপতি আঙ্গুর মিঞা, আইএনটিইউসি সম্পাদক শাহাজাদা হোসেন (কিনু), সহসম্পাদক মৃন্ময় ঘোষ, বিধায়ক মিল্টন রশিদ, সৈয়দ কাপাস জোদ্দা সহ কংগ্রেস কমী সমর্থকরা।

তৃণমূলীদের মার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : চরিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কদমহীড় গ্রামে ডাইনি অপবাদ দিয়ে তৃণমূলের মহিলাকর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ১৯ জুলাই পথ দুর্ঘটনায় মারা যায় স্বপন মুর্মু (২৭)। সুনদি, নীলমনি, সরস্বতী মুর্মুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মারধর করার অভিযোগ ওঠে বিজেপির নবনির্বাচিত পঞ্চায়েতসদস্য সহ কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। আক্রান্তরা সকলেই তৃণমূল সমর্থক বলে জানা গিয়েছে। পনেরো জনের নামে মহন্মদবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূল মহিলা জেলা সভানেত্রী সাহারা মন্ডল বলেন, 'বিজ্ঞানের যুগে ডাইনি অপবাদ দেওয়া অন্যায় ব্যাপার। তৃণমূল এগিয়ে যাচ্ছে তাই রাজনৈতিক আক্রোশে হামলা চালানো হচ্ছে'।

কদমহীড় গ্রামের আক্রান্তদের সাথে দেখা করবেন? প্রতিবেদকের এই প্রশ্নের উত্তরে সাহারা মন্ডল বলেন, 'জেলা থেকে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পর কেষ্টদা (বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল) নির্দেশ দিলে অবশ্যই কদমহীড় গ্রামের আক্রান্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করবো'। মহম্মদবাজার ব্লক বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ ভান্ডারী বলেন, 'পারিবারিক বিবাদকে রাজনৈতিক রং দেওয়া হচ্ছে'।

রাজগ্রাম থেকে ধর্মতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজগ্রাম, গোড়শা, বহুতলী, সন্তোষপুর সহ কয়েকটি গ্রামের তৃণমূল দলীয় সমর্থকরা গত ২০ই জুলাই বিকালে রাজগ্রাম স্টেশন থেকে ট্রেনে করে গিয়ে ২১শে জুলাই ধর্মতলায় তৃনমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশে যোগ দেয়। বীরভূম জেলা থেকে বাস, চারচাকা গাড়ি ছাড়াও হাওড়াগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, জয়নগর প্যাসেঞ্জার, মা তারা এক্সপ্রেস, বিশ্বভারতী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার সহ একাধিক ট্রেনে করে গিয়ে তৃণমূলের নেতা কমী সমর্থকরা ধর্মতলার সমাবেশে যোগ দেয়। সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় বাঁ হাত এবং বাঁ পা খোয়ালো বনরামপুর গ্রামের দশম শ্রেণীর ছাত্র নুর আলম শেখ ওরফে খান বাহাদুর (১৬)।

ক্যানিংয়ে প্রশাসনের উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ

সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ, কথায় কাজে বিস্তর ফারাক কাটোয়ায়

দেবাশিস রায়

পথ দুর্ঘটনা এড়াতে দেশের সর্বত্র সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রতিনিয়তই প্রচার হচ্ছে। চালু হয়েছে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ স্লোগান। এই রাজ্যেও চলছে এবিষয়ে প্রচারাভিযান। পথ যেমন আছে সেই পথে চলারও বেশ কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন আছে। আর এই নিয়ম কানুন ধনী–গরিব, সাধারণ–অসাধারণ, পুলিশ, প্রশাসন সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু, বাস্তবে দেখা যায় এর ঠিক উল্টো ছবি। পথচারীদের অনেকেই রাস্তায় নিয়ম মেনে চলেন না। ট্রাফিক আইন অমান্য করে গাড়ি চালান অনেকেই। সাধারণ বাইক চালক থেকে শুরু করে পুলিশ–প্রশাসনের অনেকের মধ্যে ট্রাফিক আইন অমান্য করে মাথায় হেলমেট ছাড়াই বাইক চালানোর প্রবণতা বেশি। বিশেষ করে পুলিশের কাজে সহায়তাকারী সিভিক ভলান্টিয়ারদের সিংহভাগেরই হেলমেটে অনীহা। এই দৃশ্য শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই চোখে পড়ছে। অন্যদিকে, আইনের রক্ষকদের এই রীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপ সাধারণ মানুষকেও আইন ভাঙতে উৎসাহিত করছে। ফলে প্রতিনিয়ত ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে।

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা এলাকাতেও প্রতিনিয়তই ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করার ঘটে। ট্রাফিক ঠিকঠাক রাখতে বিভিন্ন রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে পুলিশের পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ারদের মোতায়েন করা হয়। বিভিন্ন যানবাহন চলাচলের উপর কড়া নজরদারির পাশাপাশি পথচারীদের যথাযথ নির্দেশ দানের মাধ্যমে ট্রাফিক সচল রাখাটাই পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের দায়িত্ব। এই কাজে আরও গতি বাড়াতে মাঝেমাঝেই পুলিশ–প্রশাসনের উদ্যোগে জনসচেতনা বৃদ্ধিতে জোরদার প্রচারাভিযান চালানো হয়। কাটোয়া শহরজুড়ে এমনই প্রচারাভিযান চলেছিল ৯ জুলাই। এই প্রচার অভিযানে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের পাশাপাশি স্কাউটস ও গাইডস গ্রুপ সহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য এবং কর্মীরা শামিল হয়েছিলেন। অন্যদিকে এদিনই কাটোয়া ভারতী ভবন হাইস্কুলে সিভিক ভলান্টিয়ারদের তিন সপ্তাহ ব্যাপী নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ বিভিন্ন আপকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি আচরণবিধি, ট্রাফিক সহ বিভিন্ন আইন বিষয়েও একটা ধারণা দেওয়া হবে।

কাটোয়ার মহকুমাশাসক সৌমেন পাল ১০ জুলাই টেলিফোনে বলেন, শহরকে যানজট ও দূষণমুক্ত করতে নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে শব্দদূষণ সৃষ্টিকারী যানবাহনে এয়ারহর্নের বিরুদ্ধে ফের অভিযান চালানো হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাস্তায় বেপরোয়া বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য রুখতেও অভিযান চলবে। সর্বত্র সকলকেই ট্রাফিকের বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন মেনে চলতেই হবে। পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদেরও হেলমেট মাথায় বাইক চালাতে হবে। সাধারণ মানুষ এদের দেখেই ট্রাফিক আইন রক্ষায় উৎসাহিত হবে। আমি এসডিপিকে বিষয়গুলি জানিয়ে দিচ্ছি।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে প্রধানকে মারধোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শাসকদলের গোষ্ঠীসংঘর্ষের জেরে এক মহিলা প্রধানকে বেধড়ক মারধোর করার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মী ও নির্দলদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার পূর্ব দাঁড়িয়া গ্রামে। এদিন রাতে সন্ধ্যা নস্কর নামে ওই মহিলা প্রধান গুরুতর জখম হয়েছেন, এছাড়াও গুরুতর জখম হয়েছেন মহিলা প্রধানের স্বামী শম্ভু নস্কর ও সুধীর নস্কর। তার মুখ, মাথা ও হাতে, পায়ে ব্যাপক আঘাত লেগেছে। এমনই ঘটনার অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মী গুরু নস্কর, অরবিন্দু নস্কর, ছোট্টু নস্কর, লক্ষী নস্করদের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় সন্ধ্যা নস্কর, শম্ভু নস্কর, সুধীর নস্কর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিসাধীন। অন্যদিকে গুরুতর জখম অবস্থায় গুরু নস্করও ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিসাধীন।

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল যে ধারাবাহিক ভাবে চলছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বর্তমানে ও অব্যাহত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা এলাকায়। তৃণমূল কংগ্রেসের মুল সংগঠন করার অপরাধে ঐ মহিলা প্রধানকে তার বাড়ির মধ্যে ঢুকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে যুব তৃণমূল তথা নির্দলদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় টিকিট না পেয়ে দাঁড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের পূর্বদাঁ।য়ির বিভিন্ন আসনে যুব তৃণমূল কর্মীরা নির্দল হিসেবে প্রার্থীরা নির্বাচনে দাঁড়ায়। অভিযোগ সেই সময় থেকেই এলাকার তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা ও বেধড়ক মারধোর সহ নানান ভাবে অত্যাচার করে চলেছে। নির্বাচন পর্ব মিটে গেলেও এখনও সেই ধারা অব্যাহত।

বুধবার দুপুরে একা বাড়ি ছিলেন দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সন্ধ্যা নস্কর। সেই সময় পুকুরের জল নিকাশী নিয়ে বচসা হয় গুরুপদ নস্করদের সাথে। তখনকার মতো সমস্যা মিটে গেলেও মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে গুরুপদ নস্করের পরিবারের লোকজন। এর প্রতিবাদ করেছিলেন প্রধান সন্ধ্যা নস্কর।

অভিযোগ সুযোগ বুঝে মঙ্গলবার রাতে গুরুপদ নস্কর, অরবিন্দু নস্কর সহ ১০/১২জন যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা আগ্নেয়াস্ত্র, লোহার রড নিয়ে ঝাঁপিয়ে প।ড়ে সন্ধ্যা নস্করের পরিবারের উপর। ঘটনায় উভয় পক্ষের ৪জন গুরুতর জখম হয়েছেন। যদিও গুরুপদ নস্কর, অরবিন্দু নস্করদের পাল্টা অভিযোগ প্রধান তার দলবল নিয়ে অর্তকিতে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় ঐ মহিলা প্রধান সহ তার বা।ীর লোকজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন চিকিসার জন্য। যদিও এই হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় যুব তৃণমূল নেতারা।

এবিষয়ে ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রধানের স্বামী। ক্যানিং থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছেন। যদিও ঘটনায় জ।তি কাউকে আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেননি ক্যানিং থানার পুলিশ।

শহরের জলছবিতে বদল নেই

প্রথম পাতার পর

কাজের বিচার করে সময়। গত বর্ষা পেরিয়ে চলতি বছরের বর্ষার সময় হতেই বিচারের দাঁড়িপাল্লায় মহানগরের নগরজীবন। দক্ষিণের খিদিরপুর, বেহালা, মহেশতলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল আর উত্তরের পুরনো কলকাতায় ঠনঠনিয়া, কলেজ স্ট্রিট, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট সংলগ্ন অঞ্চল শহরের বাৎসরিক ওয়াটার লগিং স্পটে পরিণত হয়েছে। কেন? পুরসভা বলে ব্যর্থ সেচ দফতর। খাল রক্ষার দায়িত্ব তাদের। সমস্ত খালগুলো বুজে গিয়ে শহরের জল নিকাশির পথ বন্ধ। সেচ দফতর বলে এর জন্য দায়ী পুরসভা ও পরিবেশ দফতর। পুরসভার অপরিকল্পিত সংস্কারের ফলে নিকাশির দফারফা হয়েছে। কেইআইপি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর সঙ্গে নিকাশির দমবন্ধ করে দিচ্ছে যথেচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যবহার। পরিবেশ দফতরের কোনও হেলদোল নেই। পুরসভাও এ ব্যাপারে নির্বিকার। সল্টলেক, নিউটাউন, দমদম পুরসভা প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারলেও কলকাতা পুরসভা পারে না। এমন চাপান উতোর চলতেই থাকছে। তার ফাঁক গলে জল গ্রাস করছে কলকাতাকে। মেয়র থেকে মেয়র পারিষদ কিন্তু তাদের কাজে বেজায় খুশি। বাম আমলের কলকাতা এদের কাছে মাপকাঠি। তার চেয়ে ভালো করাটাই নাকি কাজের সাফল্য। পুরসভার অধিবেশনে এই আত্ম প্রশস্তি ঝরে পড়ে।

জলযন্ত্রণার সঙ্গে কলকাতাবাসীর বিষফোঁড়া রাস্তাঘাট। জলের আক্রমণে পিচ রাস্তা ফেটে ফুটে ফুটিফাটা। চারিদিকে মৃত্যু গহ্বরের হাতছানি। এতটুকু অসতর্কতা নিয়ে যাবে শ্মশান–কবরে। রাস্তা দেখভালের দুই সংস্থা পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ও পুরসভা। দুজনেই কেমন গা এলিয়ে বসে আছে। মেরামতির উদ্যোগ নেই। শোনা গেল ঠিকাদারদের বিপুল পরিমাণ পাওনা বাকি। তারা কাজ করতেই চাইছেন না। তবুও কোনওরকমে ধরে করে তাপ্পি চলছে। আর্থিক অনটনে সেও বন্ধ হওয়ার জোগাড়। শাসক দলের কেষ্ট বিষ্টুরা এখন রাস্তাঘাটে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন ও দেখান। বর্ষা বলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত উন্নয়ন এখন বসে পড়ার জোগাড় হয়েছে। কলকাতায় অন্তত পরিস্থিতি সেরকমই।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার

প্রথম পাতার পর

ফলে নতুন স্কিমের জন্য দেরি হচ্ছে।

এলাকার বাসিন্দা তথা গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, ওখানে কাঠের ব্রিজটির অবস্থা খুবই খারাপ বলে শুনেছি। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সাথে কথা বলবো যাতায়াতের সমস্যা সমাধানের একটি ব্রিজ করার জন্য । ব্রিজটি হয়ে গেলে যাতায়াত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

প্রথম পাতার পর

ভবিষ্যতে বদুকুলার কাঠের ব্রিজটি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সাধারণ যাত্রীদের থেকে একটাকা করে নেওয়া হতো বলে জানা গেছে। এই একটাকা করে নিয়ে বেশ কয়েকবার ব্রিজটি সংস্কারও করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

২০১৬ সালের শেষ দিকে এই খেয়া পারাপারের জন্য একটাকা না নিয়ে ফ্রিতে যাতে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে পারে তার জন্য শুরু হয় গণ্ডগোল। গণ্ডগোলের পর থেকে ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা কোনওরূপ সংস্কার না হওয়ায় ব্রিজ্রটি ধ্বংসের মুখে।

২০১৩ সাল থেকে প্রশাসনিক স্তরের সমস্ত আধিকারিকদের নজরে বিষয়টি আনলেও কোনও ফল মেলেনি। এই ব্রিজ দিয়ে বর্তমানে এলাকার কয়েকটি হাইস্কুল, মাদ্রাসার ছাত্র–ছাত্রী, আইসিডিএস, সহ সাধারণ যাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন। এছাড়াও সন্ধ্যার পর কোন খেয়াঘাটে কোন আলো না থাকায় বিপদ আরো গুরুতর হয়ে ওঠে। স্থানীয় গ্রামবাসী ইছাহার মন্ডল, আক্রাম হালদাররা জানান, সবারই তো অসুবিধা হয়, এছাড়াও প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত ১৫ কিমি রাস্তা ঘুরে যেতে হয়। এই ভাঙা কাঠের ব্রিজ দিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উদ্যোগে সারা রাজ্যজুড়ে গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন কর্মসূচি পালিত বিভিন্ন থানা এলাকায়। গত ২৫ জুলাই ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের অন্তর্গত নোদাখালি থানার উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হল। থানা সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ এবং রাস্তা ও ড্রেনের জঞ্জাল অপসারণ করা হয়। ডিএসপি উত্তম মিত্র, আইসি মৈনাক ব্যানার্জি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ঝাঁটা কোদাল নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, থানা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হেমন্ত কাসওয়ানী ও তুষার সরদারও উপস্থিত ছিলেন। আইসি মৈনাক ব্যানার্জি বলেন, এদিন ৫০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়। ৫০০টি বৃক্ষ বিতরণ করা হবে।

ত্রিপল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ শহরতলির বজবজ ১ ও ২ নম্বর ব্লকের অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রিপল বিতরণ করা হয় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির উদ্যোগে। বজবজ–১ এর শ্যামপুরে এবং বজবজ–২ এর নোদাখালি চৌরাস্তায় প্রায় এক হাজার ত্রিপল বিতরণ করা হয়। নোদাখালিতে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ–১ নম্বর ব্লকের সভাপতি তথা বজবজ–২ নম্বর ব্লকের পর্যবেক্ষক শ্রীমন্ত বৈদ্য, যুবনেতা বুচান ব্যানার্জি, শেখ বাপী, ডাঃ তরুণ রায়, স্বপন রায়, জসীমউদ্দিন মল্লিক, স্বপন হাতি, তাপস চক্রবর্তী, রহিম খান, কৃষ্ণ মন্ডল, সুরজিৎ হাজরা প্রমুখ। শ্রীমন্ত বৈদ্য বলেন, সাংসদ এলাকার মানুষদের সুখে–দুঃখে সর্বদা পাশে আছেন।

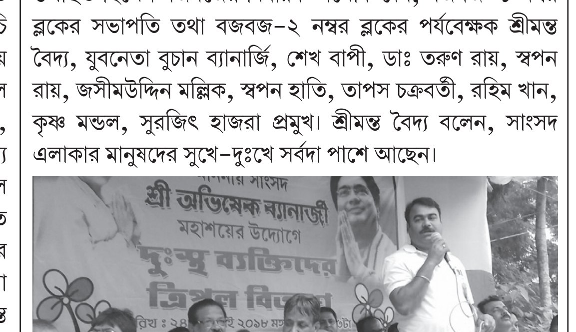

প্রতিবন্ধী ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর–স্কুলের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণীর প্রতিবন্ধি ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠল দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মারের চোটে ছাত্রের হাত ও পায়ে কালশিটে দাগ পড়েছে, ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে আর স্কুলে যেতে চাইছে না ওই ছাত্র । এই বিষয়ে সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ছাত্রের বাবা বিশ্বজিত দাস। ঘটনার নিন্দা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ এক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, সেই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে তারা। বৃহস্পতিবার বিকালে স্কুলের তরফে টিচার ইন চার্জ প্রদীপ্ত মণ্ডল সহ স্কুলের অন্য শিক্ষক –শিক্ষিকারা ওই ছাত্রের বাড়িতে যান, তার পরিবারের সাথে কথা বলে পুরো বিষয় শোনেন, ছাত্রটির সাথেও তারা কথা বলে জানবার চেষ্টা করেন। এদিকে সোনারপুর থানাও আলাদা ভাবে ছাত্র নির্যাতনের তদন্ত শুরু করেছে। গড়িয়া ফরতাবাদের বাসিন্দা বিশ্বজিত দাস ও অপর্ণা দাসের এক মাত্র ছেলে শুভজিত জন্ম থেকেই মুক ও বধির। বাবা বিশ্বজিত দাস পেশায় বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তা কর্মী, মাস ছয়েক আগে তাদের ছেলে শুভজিতকে গড়িয়া মহামায়া পুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ পঞ্চম শ্রেণীতে তারা ভর্তি করান। আঁকা ও নাচের প্রতিযোগিতায় রাজ্য স্তরে পুরস্কারও পেয়েছে শুভজিত, তার আঁকার হাতও ভালো ।শুভজিতের মা অপর্ণা দাস জানান, মে মাসে আমার ছেলে বন্ধুর কেক খেয়ে নিয়েছে বলে ক্লাসের মধ্যে ওকে সপাটে চড় মারে শিক্ষিকা অনুরঞ্জনা ঘোষ, ক্লাস শিক্ষিকারা অকারণে ওকে মারধর করে। এমনকি এর পর লিখিয়ে নেওয়া হয় টিফিনের পর আর খাবার খাবে না বলে। বুধবার স্কুল থেকে ফেরার পর দেখি পায়ে কালশিটে দাগ, জিজ্ঞাসা করায় ও লিখে জানায় ও খাতায় নাম লিখছিল বলে ক্লাস শিক্ষক ভবেশ মণ্ডল ওকে মেরেছে। এর জন্য ভয়ে কেঁপে উঠছে ছেলে, আর স্কুলেও যেতে চাইছে না ভয়ে। ছেলের কান্না দেখেই রাতে সোনারপুর থানায় দুই শিক্ষকের নামে অভিযোগ করি। আমি শাস্তি চাই শিক্ষকদের। এই বিষয়ে টিচার ইন চার্জ প্রদীপ্ত মণ্ডল জানান, দুই শিক্ষকের নামে অভিযোগ হয়েছে আমাদের কাছে, আমরা এর জন্য তদন্ত কমিটি গড়েছি। আমরা ছাত্রের পরিবারের সাথেও কথা বলেছি । বৃহস্পতিবার স্কুলে আসেননি অভিযুক্ত শিক্ষিকা অনুরঞ্জনা ঘোষ। আরও এক অভিযুক্ত শিক্ষক ভবেশ মণ্ডল জানিয়েছেন, এই মারধরের ঘটনা আমার জানা নেই।

আমন ও আউস চাষ

প্রথম পাতার পর

সেগুলিতে অনেক আগে ধান চাষ হতো। এখন মাছ চাষ হয়। কারণ সেই জমিগুলি বছরের অধিকাংশ সময়ই জলে ডুবে থাকে। ফলে ধানের থেকে মাছ চাষই বেশি লাভযোগ্য। তিনি আরও জানান, এই মুহূর্তে যে জাতের ধান চাষগুলি হয়, সেগুলি হল, প্রতীক্ষা, স্বর্ণ মাসুরি, স্বর্ণ সাব–১ ইত্যাদি। এই ধানগুলি ১৪০ থেকে ১৪৫ দিনে পাকে। তবে যে সব জমিতে আমন চাষের পরে সর্ষে, ডাল ইত্যাদি চাষ হয়, সেগুলি যে জাতের চাষগুলি হয়, সেগুলি হল, শতাব্দী, জিবি–১, জিবি–১, জিবি–৩, ক্ষিতীশ ইত্যাদি। এগুলো ১১০ থেকে ১২০ দিনে পাকে। প্রথমে মূল সার হিসেবে নাইট্রোজেন চারভাগের এক ভাগ। সঙ্গে ফসফেট ও পটাশ সার। পরে চাপান হিসেবে দুবার নাইট্রোজেনের বাকি অংশ দিতে হবে। সব ধানের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা। তবে ইতিমধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ রোয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে সহ কৃষি অধিকর্তা তথ্য জানান।

অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রিকালচার এক্সটেনশন আধিকারিকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, চলতি শ্রাবণের বৃষ্টিতে চাষিরা খুবই উপকৃত। করণ পাট কাটার সময় হয়ে গেলেও জলের জন্য পাট জাঁক দেওয়া নিয়ে চাষিরা চিন্তিত ছিল। তাদের সেই দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে। পাশাপাশি আমন ধান রোয়ার কাজও শুরু হয়েছে। চলতি জুলাই মাসে প্রায় তিনশোর কিছু বেশি মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। যা একদিকে যেমন পাট পচানোর পক্ষে সহায়ক, অন্যদিকে আমন ধান রোয়ার পক্ষেও কার্যকর।

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বিড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি সমীর দাস বলেন, 'গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক কৃষক ও মাঝারি কৃষকরা অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত বিপন্ন। এর মুখ্য কারণ কৃষকরা তাদের উৎপন্ন কৃষিজাত ফসলের উপযুক্ত লাভজনক দাম পায় না। সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার সরকারি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি আছে। কারণ চাষিরা সরাসরি তার নিজের ধান বিক্রি করতে পারছে না। তাদের ফড়েদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই এর যাবতীয় মুনাফা ফড়ে সম্প্রদায় লাভ করছে। গ্রামাঞ্চলে এখনও পর্যন্ত কৃষি ব্যবস্থাটা বৃষ্টির জলের উপরই নির্ভরশীল। তাই অসম বৃষ্টিপাতের কারণে বীজ বোনা থেকে ধান রোয়া সবেতেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। ক্ষেত মজুর সম্প্রদায়, তাদের কাছেও কাজ কম, কারণ অনেক জমি অনাবাদি থেকে যাচ্ছে। চাষিরা তাদের জমিতে ধান সহ রবি শস্য, খারিফ শস্য ইত্যাদি চাষ করার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারাচ্ছে। কারণ কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই তাদের ঘরের ছেলেরা কৃষিকাজের পরিবর্তে অন্যান্য কাজে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের হাটগুলোতে কৃষকরা তাদের ক্ষেত থেকে তুলে আনা ফসল বিক্রি করার সময় ন্যূনতম মূল্য পাচ্ছে। অথচ তাদের থেকে কেনা সেইসব ফসল ব্যবসায়ীরা বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। ফলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের কাছ থেকে এই ফসল কেনার একটা উপযুক্ত পরিকাঠামো বা সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ যদি না হয়, তাহলে কৃষকরা লাভবান হতে পারবে না। এসব অঞ্চলে আগে প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ কৃষি নির্ভরশীল ছিল। জমির সংখ্যা কমে আসছে। কৃষি জমি নিয়ে জমি কেনাবেচার ব্যবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাঙ্কের থেকে কৃষক সহজ লভ্যে বা সহজ শর্তে কৃষি ঋণ পাচ্ছে না। কৃষকের নাম করে বেনামে সুবিধাভোগী মানুষ কৃষি ঋণের সুযোগ গ্রহণ করছে, যারা আদৌ কৃষক নয়। এমনকি এমন কিছু মানুষ, যারা কৃষক নয় তারা কৃষকভাতার সুযোগও গ্রহণ করছে। গ্রামের যেসব প্রান্তিক কৃষক বা ভাগচাষি যারা প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে।' কৃষি ক্ষেত্রের এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে নোট বন্দির পরিকল্পনাকে দায়ী করেন সমীরবাবু। বলেন 'এর কুফল এখনও পর্যন্ত শহরাঞ্চল সহ গ্রামাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিফলিত। বৃষ্টির যা জল হয়েছে এ পর্যন্ত তাতে কৃষকরা আশায় বুক বেঁধে আছে, এটা বলা যায়।'

আই সি পরেশ রায় পাচ্ছেন সাহসিকতা পুরস্কার

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্ধোপাধ্যায় প্রতি বছরের মত এবারেও ১৫ই অগাস্টে পুরস্কার দিতে চলেছেন বেশ কিছু সাহসী পুলিশ অফিসারদের। রাজ্য পুলিশের বড় কর্তাদের সঙ্গে এবার দক্ষিন ২৪ পরগনা সোনারপুর থানার আই, সি, পরেশ রায় মূখ্য মন্ত্রি হাত থেকে পুরস্কার পেতে চলেছেন। এর আগে সোনারপুর থেকে পুরস্কার পেয়েছেন প্রাক্তন আই সি অনিল রায়, পরেশ বাবু এর আগে একই পুরস্কার পেয়েছেন তার সততা, নিষ্ঠাবান ও কৃত্তিত্বর জন্য। তিনি যে ভাবে এলাকার শান্তিপূর্ণ বজায় রাকার চেষ্টা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তার জন্য পুলিশের সার্ভিস বুকে সুনাম অর্জন করেছেন পরেশ রায়। এবারে নজরুল; মঞ্চে পরেশ রায় সেই সন্মান নিতে চলেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রির হাত থেকে।

মহানগরে

গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় গ্যাস সংযোগ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে রান্নার গ্যাস ও জ্বালানি তেলের সরবরাহের উন্নয়নের জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ২৩ জুলাই এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ শাখার নির্বাহী অধিকর্তা দীপঙ্কর রায় জানান, এর মধ্যে পারাদ্বীপ থেকে হলদিয়া পর্যন্ত পাইপ লাইন বসানোর জন্য ৪,৩২৫ হাজার কোটি টাকা এবং তৈল শোধনাগার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ৭হাজার ৬শো কোটি

টাকার বিনিয়োগ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, গ্যাস ও উন্নত জ্বালানি তেলের সরবরাহ ব্যবস্থা সহজতর এবং নিশ্চিত ও বিশ্বাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে সংস্থার পক্ষে একদিকে পাইপ লাইন বসানোর কাজ দ্রুততর করা হচ্ছে, অন্যদিকে সকল পেট্রোল পাম্প সক্রিয় করা হচ্ছে। সড়ক পথে গ্যাস সরবরাহ যে বাধা বিঘ্নের মধ্যে পড়ে সেই অসুবিধা দূর করতে পারাদ্বীপ থেকে হলদিয়া, কল্যাণী, বজবজ, দুর্গাপুরের মধ্যে পাইপ লাইন বসানোর কাজ আগামী ২ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ২০১৬ থেকে '১৮ সালের মধ্যে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় রান্নার গ্যাসের সংযোগ যোগান ৪১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮১ শতাংশ হয়েছে। রাজ্যের মানুষের আর্থিক ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক ভাবে সরবরাহ করা রান্নার গ্যাসে গ্রাহকদের অসুবিধার কথা চিন্তা করেই সংস্থা ১৪ কেজির পরিবর্তে ১৫ কেজি গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছে। ৫ কেজি গ্যাস সিলিন্ডার গ্যাস প্রচলনের আরও উদ্দেশ্য হলো পাহাড়ি অঞ্চলে এর সহজতর পরিবহন সুবিধা পাওয়া যাবে। আগামী ১ বছরে রাজ্যে আরও ৫ লাখ গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে গ্রামাঞ্চলে। ইন্ডিয়ান অয়েল হাওড়ার রামকৃষ্ণ মিশনে তিনটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প মেদিনীপুরে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনে নানা সামাজিক প্রকল্প ইত্যাদি রূপায়ণের কাজ করে চলেছে।

কলকাতার জলযন্ত্রণা, তরজা পুর অধিবেশনে

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : কলকাতা পুরসংস্থার মাসিক পুর অধিবেশন। মোট প্রস্তাব ছ'টি। সুয়ারেজ ড্রেনেজ দফতর সংক্রান্ত প্রস্তাব তিনটি। জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ উপাধ্যায়ের একটি, সিপিআই(এম)–এর মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর একটি আর আরএসপি–র দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের একটি। তিনজনেরই বক্তব্য পুর সুয়ারেজ ড্রেনেজ দফতরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এতো আধুনিকীকরণের হলেও এই অল্প বৃষ্টিতে কলকাতায় জল দিনের পর দিন জমে থাকছে কেন? বর্ষা আসার আগেই কলকাতা মহানগরকে জল জমার হাত থেকে দিন দিন বাঁচাতে ড্রেনগুলি ম্যানহোল, পিটগুলি পরিষ্কারে গাফিলতি থাকলো কেন? মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় নিজ আসনে বসে বলতে থাকেন কলকাতায় চলতি মরসুমে এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের থেকে ১৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। ২৫ জুলাই রাত ১০টা থেকে ২৬ জুলাই দুপুর দুটো পর্যন্ত গত ১৬ ঘন্টায় কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে ১২৪ মিলিমিটার। এটা কী করে অল্প বৃষ্টিপাত হলো। তারকবাবু বলতে থাকেন, কলকাতার নিকাশি নালা থেকে গত তিন বছরে তিন লক্ষ হাজার মেট্রিকটন পলি তোলা হয়েছে। পরে প্রস্তাবের জবাবি ভাষণে নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ

তারক সিংহ বলেন, উত্তর কলকাতায় জলজমার কারণ অঝোরে বৃষ্টির সঙ্গে হুগলি নদীতে জোয়ার চলায় সমস্ত লকগেট বন্ধ করার জন্য। ভাঁটার সময় লকগেট খুলে দেওয়ার দেড় ঘন্টার মধ্যে উত্তর কলকাতার জমা সমস্ত জল নদীতে নেমে যায়। আগামী দিনে এই জলটাও যাতে না জমে সেজন্য 'প্রিকশন' নেওয়া হয়েছে। আর খিদিরপুরের জলজমা নিয়ে কলকাতা পুর প্রশাসনের যে দুর্নাম করা হচ্ছে তোমরা টিভি দেখছো এটা সঠিক কাজ করছো না। খিদিরপুরের একটি ওয়ার্ডের দু'টি রাস্তায় রামকমল স্ট্রিট আরেকটি রাস্তায় জল জমেছে, ড্রেনেজ সিস্টেমটা ভেঙে পড়ার জন্য। তাই পুর নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পুরসংস্থাকে চার কোটির অধিক টাকা দিয়েছে ওই অঞ্চলে 'জিরো ডিসিল্টিং' করার জন্য। এটা হয়ে গেলে খিদিরপুরে জল জমা থেকে মুক্তি ঘটবে। আর কলকাতার দক্ষিণ–পশ্চিমে বেহালা ঠাকুরপুকুরের ১২২–১২৮ নম্বর ওয়ার্ড এবং ১৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি 'পকেটে' জমার কারণ ওখানে এডিবি–র কেউ আইপি–র দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটি চলার কারণে। বর্তমান অর্থবর্ষের মধ্যে সে কাজটা হয়ে যাবে? পুরবাসীকে একটু 'সাফার' করতে হবে। আগের মতো নয়। তবুও জমা জল নামানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আবাসনে অবনতি আটকাতে দাওয়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবাসন সংক্রান্ত এক আলোচনায় ২৬ জুলাই ২০১৮–এ নাটই ফ্র্যাঙ্কের আন্তর্জাতিক ডিরেক্টর এবং প্রধান ইকোনমিস্ট ড. সামন্তক দাস বলেন, দেশে আবাসন শিল্পে ঘাটতি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ফলে যতটুকু এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে তা কেবল কয়েকটি রাজ্যে বেশিরভাগ রাজ্যেই এর পিছিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। সম্প্রতি হীরা (হাউজিং ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেশন অ্যাক্ট) চালু হয়েছে। যা সত্যিই প্রয়োজন কারণ এই আইনের দ্বারা প্রস্তুত কারক এবং খরিদ্দারের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানে সাহায্য করছে। এর আগে প্রস্তুত কারকের কাছে যে তথ্য থাকত খরিদ্দারের কাছে তা থাকত না। তাই আবাসন শিল্প অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি কিছু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, মুম্বইতে আবাসনের দাম অনেকটাই ঘাটতি পেয়েছে। তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আবাসনের যে পরিধি বা মাপ ছিল অর্থাৎ একটি ফ্ল্যাটের যদি ১২০০ স্কোর ফিট হতো এখন তা হচ্ছে ৮০০–৯০০ স্কোর ফিট যা বিজ্ঞান সম্মত সেক্ষেত্রে দাম ঠিক ই আছে এবং খরিদ্দারের কিনতেও সুবিধা হচ্ছে। তার ফলে মুম্বইতে সব থেকে বেশি সংখ্যক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কলকাতায় তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কলকাতায় আবাসনের দাম অনেকটাই কমেছে। সেক্ষেত্রে পুনেতে চোখে পড়ার মতন বৃদ্ধি পেয়েছে আবাসন শিল্পের। যদিও সারা ভারতে অনেকটাই কমেছে। বলা যায় মুদ্রাস্ফীতি

চেয়ে দাম বেশ খানিক ঘাটতি পেয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যেই লক্ষ্য করার মতন আবাসন তৈরি হচ্ছে দাম কমছে কারণ চাহিদা নেই। দেখা যাচ্ছে আবাসন তৈরি করে প্রায় তিন–চার বছর ধরে পড়ে রয়েছে খরিদ্দারের অভাবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে অনেকটাই তুলে ধরেছেন। কিন্তু এখানেও এই শিল্পের অবনতি চলছে। তার প্রধান কারণ হতে পারে শিল্পের অভাব। বিভিন্ন সার্ভিস সেক্টরের অভাব। কারণ সার্ভিস থাকলে তবেই আবাসনের উপর গুরুত্ব পড়ে। সেক্ষেত্রে আবাসনের সঙ্গে সার্ভিস সেক্টরের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে থাকা খাওয়ার খরচ, জল, বিদ্যুৎ সবই সঠিক ভাবে রয়েছে। কিন্তু তাতেও কেন বঙ্গের এমন পরিস্থিতি তা নিয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। মুক্ত অর্থনীতির প্রয়োজন আছে বঙ্গে। যদিও বৃহত্তর কলকাতার অংশ হিসাবে দক্ষিণ এবং উত্তরের দিকে কিছু আবাসন তৈরি হচ্ছে কিন্তু তার ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের এমন পরিস্থিতি হয়তো ধীরে ধীরে বদলাবে শিল্পের আগমন ঘটলেই।

দেশ–দেশান্তরে

খান সাহেবের নয়া ইনিংস

প্রতিরুদ্ধ বাউল : ইতিমধ্যে সকলেই জেনে গিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ও পাক অধিনায়ক ইমরান খান বসতে চলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে। ধরাশায়ী বিরোধীরা ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনলেও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আনন্দে আত্মহারা। বলেছে এ জয় পাকিস্তানের মানুষের জয়। যে বিবৃতি নির্বাচন কমিশন বা সরকারের দেওয়া উচিত সেই বিবৃতি সেনাবাহিনী দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ইমরানই তাদের পছন্দের প্রার্থী

এবং আগামী সরকার পরিচালনায় তাদের প্রচার যথেষ্টই থাকবে।

তবে এবারের নির্বাচনে ২৬/১১–র মূল চক্রী হাফিজ সইদের পরাজয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কট্টরপন্থী জঙ্গিকে বারবার আড়াল করে রেখেছে পাকিস্তান, তীব্র আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও যাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে রাজী হয় নি পাকিস্তান ইমরান ঝড়ে উড়ে গিয়েছে সেও। হাফিজের সমস্ত প্রার্থী পরাজিত হয়েছে। বিলাবল ভুট্টো জারদারির পিপিপিও পিছিয়ে গিয়েছে। চার প্রাদেশিক আইনসভা কিন্তু চার টুকরো হয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাবে নওয়াজ শরিফের পিএমএলএন, খাইবার পাখতুন খোয়ায় ইমরান খানের পিটিআই, সিন্ধু প্রদেশে বিলাবল ভুট্টোর পিপিপি ক্ষমতা দখল করতে চলেছে, ত্রিশঙ্কু অবস্থায় বালুচিস্তান।

৭০ বছরের ইতিহাসে পাকিস্তানে নির্বাচিত সরকার এসেছে আবার ভেঙেও পড়েছে। বারবার দেখা গিয়েছে সেনা শাসন। একসময় তো পাকিস্তানে ফের গণতান্ত্রিক সরকার ফিরবে কিনা তাই নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছিল। এর ফলে পাকিস্তান ক্রমশ পিছিয়ে গিয়েছে। বেড়েছে গরিবি, অর্থনৈতিক বৈষম্য। পঙ্গু হয়ে পড়েছে অর্থনীতি। নির্ভর করতে হচ্ছে অপরের অনুদানের উপর। সারা পৃথিবীর কাছে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত পাকিস্তানকে ব্যবসা ও নিরাপত্তার স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে চিন। চৈনিক পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকাই কি পাকিস্তানের ভবিষ্যত? এই সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চলেছেন ৩২ গজের ত্রাস ইমরান। পিচ বুঝে খেলতে না পারলে ভূপতিত হতে সময় লাগবে না।

জয়ের গন্ধ পেয়েই বিবৃতি দিতে বসে পড়েছেন ইমরান। কুর্সিতে চড়ার আগেই খোলসা করে দিতে চেয়েছেন তাঁর আগামী গতিমুখ। যাতে রয়েছে ভারতের প্রতি কড়া মনোভাব, চিনের প্রতি আনুগত্য। কাশ্মীর নিয়ে কথা বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল হয়েই থাকতে চান তিনি। বেশ বোঝা যাচ্ছে ভারত–পাকিস্তান সীমান্তের পরিস্থিতির কোনও বদলই হবার নয়। বরং নতুন সরকারের নতুন উদ্যমে চাপ বাড়ার সম্ভাবনাই প্রবল। বরং চিনা লাইনের ইমরানকে আরও বেশি করে কাজে লাগাবে চিন তার নিজের স্বার্থে। বিপুল বাজার অক্ষুন্ন রাখতে যুদ্ধ এড়িয়ে পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে ভারতকে বিব্রত করে রাখবে চিন। অখণ্ড ভারতের অশান্তির উপরই উড়বে চিনা প্রজাতির ধ্বজা।এতকিছুর পরেও সন্দেহ থেকে যায় পাকিস্তানের জনগণ কি মুক্তি পাবে গরিবি আর পিছিয়ে পড়া জীবনযাত্রা থেকে। ইমরান অবশ্য বলেছেন তিনি রাষ্ট্রের নীতি তৈরি করবেন গরিবদের জন্য। যদি সেটুকও হয় সেটাই বড় পাওনা হবে পাকিস্তানবাসীর। পাকিস্তানের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। অন্যের লাঠি ভর করে নয়, নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াক পাকিস্তান। তাতেই শান্তি ভারতের।

নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশ এতোদিন ছিল উন্নয়নশীল দেশ। কিন্তু এখন স্নাতক। এ বিষয়কে মাথায় রেখেই উদযাপন করল কলকাতা–বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন এবং মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি গত ২৩ জুলাই ২০১৮। এ বিষয় নিয়ে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন এনসিসিআইয়ের সভাপতি রমেশ আগরওয়াল, কলকাতায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের কমিশনার এইচ ই তফিকুল হাসান, রাজ্যের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জামালউদ্দিন আহমেদ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলকাতার অধ্যক্ষ ড. রাজা গোপালধর চক্রবর্তী, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অফ কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি–র সহ সভাপতি শেখ ফাজিল ফাহিম এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের বাংলাদেশ হাইকমিশনের কমিশনার সায়েদ মৈজিম আলি। এই আলোচনায় তফিকুল হাসান বলেন, বাংলাদেশে এখন ব্যবসার সূত্রে আয় বেড়েছে। মহিলাদের শিক্ষাও এখন যে হারে বাড়ছে তা প্রশংসার যোগ্য। বাংলাদেশ এখন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে প্রতিকার করার মতোন ক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। যেমন রহিঙ্গাদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অতি নিবিড়, কৃষ্টিতে সংস্কৃতিতে আমরা এক। এখন আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে কীভাবে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প আনা যায়। জামালউদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ এখন সবক্ষেত্রেই উন্নত। চোখে পড়ার মতো উন্নতি করেছে বিদ্যুতে। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। ১৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এখন বাংলাদেশেই তৈরি হচ্ছে। যা ২৪ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে আর কয়েক বছরের মধ্যে এবং সারা দেশে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে আশা করা যায় ২০২১–এর মধ্যেই। তিনি আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুঝেছেন বিদ্যুৎই উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার তাই তিনি বিদ্যুতের উপরে বেশি জোর দিয়েছেন। ভারত–বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রপ্তানি আমদানি এবং পরিকাঠামোর উন্নয়ন। এছাড়াও সন্ত্রাসবাদকে আটকানোর প্রয়োজন আর সব থেকে বড়ো প্রয়োজন বন্দর ব্যবস্থার আদানপ্রদান। রাজা গোপাল চক্রবর্তী দাবি করেন, বাংলাদেশে মহিলাদের শিক্ষা অন্যান্য দেশের থেকে ভালো। নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটাচ্ছে বাংলাদেশ। শেখ ফাজিল ফারিহিন বলেন বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্রিজ, মেট্রো রেলের কাজও চলছে পুরোদমে। চর্মজাত দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য সহ বিভিন্ন রফতানি করছে বাংলাদেশ। সবশেষে সৈয়দ মৈজিম আলি বলেন, মুক্তি যুদ্ধর সময় ভারত–বাংলাদেশ এবং কলকাতার যে সম্পর্ক ছিল তা আজও বাংলাদেশ ভোলেনি, সম্প্রতি ভারত সফরে এসে কলকাতায় বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন মুক্তি যুদ্ধ বিষয়ক একটা মুজিব সংগ্রহশালা করবেন কলকাতায়। যা কিনা বন্ধুত্বের নিশানা হিসাবে জ্বলজ্বল করবে কলকাতা এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছে। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ সব ক্ষেত্রে কিভাবে এগিয়ে চলেছে। এক উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন এখনকার দিনে সবাইয়েরই একটি বা দুটি সন্তান। তাদেরকে মানুষ করেই গর্বিত হন বাবা মায়েরা। কিন্তু আগে এক একটি পরিবারে ছিল পাঁচ ছটি করে সন্তান তাদেরকেও মানুষ করে তুলেছিলেন তাদের বাবা মায়েরা। এখন প্রশ্ন কার সাফল্য বেশি? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন বাংলাদেশের অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি জনসংখ্যা তাদের উন্নত করাটা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে। জনগণের কাছে তা গর্বের। ভারতের কাছেও। কারণ কৃষ্টিতে সংস্কৃতিতে ভারত বাংলাদেশ এক। একই ভূখণ্ড। শুধু পূর্বতন কিছু কারণের জন্য মধ্যখানে রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

শরীর নিয়ে কথা

মাথা ব্যথায় হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রমিত ব্যানার্জী

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কতই না মাথাব্যথা। কারোর বা সাংসারিক জীবন আবার কেউ

বা চাকরি ক্ষেত্রে। অথবা কারোর সন্তান লেখাপড়া করে না। সুতরাং মাথা ব্যথার শেষ নেই। তার ওপর শরীরিক কারণে মাথাব্যথা হলে তো কথাই নেই। তখন আমাদের মুখে একটা কথা। উফ, আর পারছি না। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে মাথাব্যথা নিয়ে আলোচনা করব। কারণ যাই হোক না কেন, মাথাব্যথা একেবারেই অসহ্য।

প্রধানত, মাথাব্যথা হয় সর্দি বসে গিয়ে অথবা রক্তশূন্যতায়। এছাড়াও হজমের গোলমাল, রোদে ঘুরলে অথবা আঘাত লাগলেও এই রোগ থেকে নিস্তার নেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার চোখের বা দাঁতের জন্যেও মাথাব্যথা হয়।

লক্ষণ বলতে গেলে কখনো বা ডান দিকে আবার কখনও বা বাঁ দিকে। ব্যথা হয় সামান্য অথবা খুব। অনেকের গা বমি পায়। আবার কারোর নাকও বন্ধ হয়ে যায়।

এবার আসি লক্ষণ বুঝে চিকিৎসায়।

একপেশে মাথাব্যাথা বা আধকপালে হলে এই লক্ষণগুলো থাকে–

যে কোনও এক দিকে ব্যথা করে। ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়ে। অনেক সময় বমিও পায়। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলে অনেক সময় আরাম পাওয়া যায়।

- ডান দিকে ব্যথা হলে – সাঙ্গুনেরিয়া ৩০ প্রতি ঘন্টায় ১ বার, ৩ থেকে ৪ বার।
- বাঁ দিকে হলে– স্পাইজেলিয়া ৩০, একই ভাবে খেতে হবে।
- ব্যথা নড়াচড়ায় বাড়ে, ঘরের বাইরে বা খোলা হাওয়ায় কমে– ব্রায়োনিয়া ৩০, দিনে ৩ বার ২ দিন।
- রোদে বেরিয়ে বা ঘুরে মাথাব্যথা– গ্লনইন ৩০ , ৮ ফোটা এবং প্যাসিফ্লরা ইন মাদার ১০ ফোটা একসঙ্গে খেলে উপকার হয়। ২ ঘন্টা অন্তর – ২–৩ বার খাওয়া যায়।
- রোজ রোদে বেরোলে মাথাব্যথা, মনে হয় যেন মাথায় হাতুড়ি মারা হচ্ছে– ন্যাটরাম মিউর ৩০ পর পর ২ দিন ২ বার করে।
- দপ দপ করে মাথাব্যথা প্রধানত ডান দিকে – বেলেডোনা ৩০, প্রতি ঘন্টায় ১ বার করে ৩–৪ বার খাওয়া যেতে পারে।
- ক্রনিক বা পুরনো মাথাব্যথায় – চিওন্যান্থাস মাদার, রোজ ৭ থেকে ৮ ফোটা দিনে দুবার অন্তত ৩ মাস খেতে হবে।
- ক্রমাগত নাক দিয়ে কাঁচা চল, তার সঙ্গে মাথাব্যথা– হিপার সালফার ১এক্স, ৩ চামচ করে ২ ঘন্টা অন্তর খেলে বসে যাওয়া সর্দি জলের মতো বেরিয়ে আসে।
- মুখ ও মাথা ভার,

হাঁটতে গেলে ব্যথা অনুভব হয়, হাত দিলেও লাগে– নাক্সভোম ৩০, দিনে ৩ বার ৩ থেকে ৪ দিন খেতে হবে।

মনে রাখবেন নাক্সভোম বা হিপার সালফ, এই ওষুধ গুলো সর্দি বা বসে গিয়েছে সেগুলো টেনে বার করতে সক্ষম। এছাড়াও যদি সর্দির আকার সরু সুতোর মতো হয় তাহলে পালসেটিলা ৩০, ৩ ঘন্টা অন্তর ৩ থেকে ৪ দিন।

অনিদ্রায় মাথাব্যথা হলে – প্যাসিফ্লরা ইন মাদার ১০ ফোটা, বিশেষ করে শুতে যাওয়ার আগে। শেষে জানিয়ে রাখি, সঠিক লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করলে হোমিওপ্যাথিতে মাথাব্যথার সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

ডাঃ দিলীপ কুমার বর্মন (অ্যাকুপ্রেসারিস্ট)

আমাদের শরীরের নার্ভ বা স্নায়ুমণ্ডলী ঠিকমতো সতেজ থাকলে কোনও রোগ থাকে না। রোগ তখনই হয় যখন স্নায়ুমণ্ডলী বিন্দুমাত্র অচল হয়। স্নায়ুমণ্ডলীর শেষাংশ হাতে, পায়ে, কানে ছাড়াও শরীরের অন্যান্য অংশের কোনও না কোনও বিন্দুতে শেষ হয়। স্নায়ু দিয়ে অনবরত জৈব বিদ্যুৎ চলাচল করে। এই প্রবাহে ঘাটতি দেখা দিলে শেষাংশে ব্যথা অনুভূত হয়। সেই ব্যথায় চাপ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ প্রবাহের চলাচলকে স্বাভাবিক করে দিলে ব্যথাও সারে রোগও সারে। একে বলে স্বচাপ (আকু প্রেসার) চিকিৎসা। সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে এই পদ্ধতিতে অতি সহজে নার্ভকে সচল রেখে রোগ প্রতিহত করা যায়।

জ্বর থেকে মুক্তি

ডান পায়ের একদম তলার অংশ বা হাত দিয়ে এবং বা পায়ের তলাতে ডান হাত দিয়ে ঘষে ঘষে গরম করে নিন। সকালে বিকালে রোজ ঘষলে জ্বর থেকে মুক্তি ঘটবে। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড ইত্যাদি সব ধরনের জ্বর পালিয়ে যাবে।

শুকনো কাসি

শুকনো বিরক্তিকর কাসি সারাতে ডান হাতের বুড়ো আঙুলকে বা হাত দিয়ে জড়িয়ে ঘষুন। বাহাতের বুড়ো আঙুলকে ডান হাত দিয়ে ঘষুন। বুড়ো আঙুল থেকে তর্জনী পর্যন্ত ঘষুন। কয়েক মিনিটে শুকনো কাসি থেকে মুক্তি পাবেন।

হাততালি

অনবরত হাত তালি দিলে বহু রোগ থেকে মুক্তি পাবেন। বহু প্রাচীন কাল থেকে এইজন্যেই হাততালি সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয়।

মাঙ্গলিকী

মাটি : শিকড় সন্ধানের ছবি

ড. শঙ্কর ঘোষ : সাম্প্রতিক কালে একাধিক বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে যেখানে ওপার বাংলার বড় ভূমিকা রয়েছে। সৃজিৎ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজকাহিনী' দেশভাগ নিয়েই নির্মিত। কৌশিক গাঙ্গুলির 'বিসর্জন'–এর মূল পটভূমি বাংলাদেশ। টাটকা টাটকা পেলাম লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও শৈবাল ব্যানার্জি পরিচালিত 'মাটি'। ছবির গল্প দাঁড়িয়ে আছে নায়িকা মেঘলার শিকড় সন্ধানের বিষয়ের উপর। ঠাকুমার ডায়েরির পাতার পর পাতা জুড়ে রয়েছে ওপার বাংলার যাবতীয় স্মৃতি, শ্বশুরের ভিটে চৌধুরী বাড়ি। আজ সেই চৌধুরী বাড়ির বাসিন্দা জামিল, নায়িকার চোখে যে জামিল দখলদার ছাড়া আর কিছু নয়। জামিলের প্রতি তীব্র ঘৃণা ক্রমে ক্রমে কিভাবে বন্ধুতায় রূপান্তরিত হচ্ছে, তা চিত্রনাট্যে যত্ন করে সাজিয়েছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।

এক্ষেত্রে পরিচালকদের বড় সহায় শিল্পীদের অভিনয় নৈপুণ্য। প্রথমেই নাম করতে হয় মেঘলার চরিত্রাভিনেত্রী পাওলি দামের কথা। নানান অভিব্যক্তি দিয়েও যে কিভাবে চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা তিনি দেখিয়েছেন। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন। জামিলের চরিত্রে আদিল হুসেন আগাগোড়া প্রাণবন্ত। তাঁর বাঙাল উচ্চারণ কানে লেগে থাকে। জামিলের মায়ের চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন।

স্নেহ মমতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন তিনি এ ছবিতে। জিনিয়ার চরিত্রে মনামী ঘোষকে ভালো লেগেই যায়। লীনা গঙ্গোপাধ্যায় যেহেতু বাংলা সিরিয়াল জগতের স্বনামধন্য সৃজনশীল পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার তাই এই ছবিতে সিরিয়াল জগতের নামী অনামী শিল্পীর ভিড় ছোট বড় মাঝারি চরিত্রগুলিতে। তাঁরা সকলেই সাধ্যমতো কাজ করেছেন।

সঙ্গীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র তাঁর কাজটি করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। ''ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'' গানটির প্রয়োগ সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। গানের দৃশ্যটি বহুদিন মনে থেকে যাবে। বিভিন্ন বাড়িতে শুটিং হয়েছে এ ছবির, তবু গল্প অনুযায়ী সেই বাড়ির পরিবেশ রচনায় শিল্প নির্দেশক তন্ময় চক্রবর্তীর কাজ মনোযোগ আকর্ষণ করে। চিত্রগ্রহণের কাজে শীর্ষ রায় দরুণ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। শুভজিৎ সিংহের সম্পাদনার কাজও সুন্দর। বড় পর্দায় পরিচালকদ্বয়ের এই প্রথম কাজ অনেক আশা জাগিয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাঁরা নিশ্চয় এমন মনটানা বিষয়েরই প্রতিষ্ঠা দেবেন।

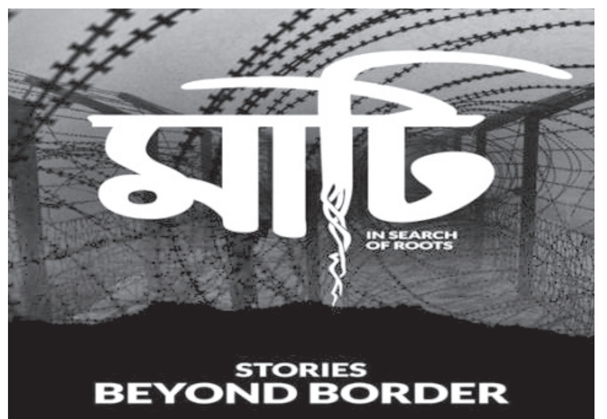

মাসুন্দী মহিমা চরণ মিশ্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটির মহতী প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ জুলাই (বৃহস্পতিবার) দুপুরে জীবনানন্দ সভাঘরে মাসুন্দী মহিমা চরণ মিশ্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটির উদ্যোগে এক মহতী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হল এই বছর (২০১৮) ওঁরা মোট ৮৫ জন গ্রামীণ মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার পরিকল্পনা করেছেন। পূর্ব বর্ধমানের কয়েকটি অঞ্চলে ইতিপূর্বে ৬০ জনের অধিক ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে আরও ১৪ জন প্রাপক পেলেন পাঠ্যপুস্তকের প্যাকেট। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আরও জানানো হল, পরদিন অর্থাৎ ২০ জুলাই বীরভূমের নানুরে শেষ পর্যায়ের প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাকি প্যাকেট।

ইদানিং গোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ নাট্যকার–সাহিত্যিক জয়ন্ত রসিকের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হল। সভায় বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল, জয়ন্ত রসিক, কবি তিস্তা বেজ ও ড. পার্থ মান্না। সোসাইটির পক্ষ থেকে অদৃশ্যনাথ স্বাগত ভাষণ দিলেন। আরতি দে, সুতপা দেবনাথ, দেবনাথ পোড়ে, পামেলা সরকার প্রমুখ বহু কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্যামল বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে পূর্ব–নির্বাচিত ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হল পাঠ্যপুস্তকের প্যাকেট। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন জয় চট্টোপাধ্যায়।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

শতভিষা

(সম্পাদক –চিরন্তন মুখোপাধ্যায় / ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ২০১৮)– পত্রিকাটির সংখ্যা ঘোষণা পড়ে একটু হোঁচট খেতে হল, কারণ গত বছর (২০১৭) জুন মাসে পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষের ২য় সংখ্যাটি পড়েছিলাম । ২০১৮ সালে এসে ফের পত্রিকাটি প্রথম বর্ষে কি করে পৌঁছাল ! বর্তমান সংখ্যার শীর্ষ রচনার (কেমন আছে সুন্দরবন) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুনির্মিত প্রচ্ছদ । মূলত সুন্দরবন কেন্দ্রিক লেখাগুলি কিন্তু শহুরে পাঠকদের কাছেও সমান আদর পাবে। কল্যাণ রুদ্রের নিবন্ধটি অত্যন্ত জরুরি সূচনায় বিষয়কে ছুঁয়েছে। বরেন্দু মণ্ডলের নিবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তথাপি এর শিরোনামে কোথায় যেন এক অস্ফুট আক্ষেপ, অথচ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরা–বস্তু বিস্মৃতপ্রায় এক অন্য ইতিহাসের কথা বলে। দেবীশংকর মিদ্যা, কৃষ্ণকালী মণ্ডল, বিমলেন্দু হালদার প্রমুখ অক্লান্ত প্রত্ন–সন্ধানীদের কিছু লেখা জোগাড় করতে পারলে বর্তমান সংখ্যাটি আরও সমৃদ্ধ হতে পারত ।

দঃ ২৪ পরগণার ভূমিপুত্র মনোরঞ্জন পুরকাইতের কবিতায় ইতিপূর্বে সুন্দরবনের নানা ছবির সঙ্গে পাঠকেরা পরিচিত, বর্তমান সংখ্যাতেও কবি সেই মুন্সিয়ানার ফের প্রমাণ রাখলেন । অন্যান্য কবিতার বিভাগটি যথেষ্ট মজবুত হয়েছে, শান্তা কর রায়, উদয়ন চক্রবর্তী, সর্বাণী দাশ, ধ্রুব বাগচী, তিস্তা বেজ, নন্দিতা সিনহা, অভিজিত মান্না, প্রমুখেরা প্রায় সকলেই উচ্চমানের কবিতা লিখেছেন । অমুল্যরঞ্জন ভট্টাচার্যের (বনবাসিনী) গল্পটি সুন্দর। বাকী গল্প দুটি তেমন জমল না। সম্পাদকের বকখালী ভ্রমণ কথাটিও এই সংখ্যায় ভালো সংযোজন। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যাজিক শেখানোর ক্লাশ ছোটদের কাছে ইতিমধ্যে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সুতপা চক্রবর্তী–র অতি ক্ষুদ্র নাট্য–দৃশ্য সেভাবে দাগ কাটে না, আরও কিঞ্চিত বিস্তারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। পত্রিকার ঠিকানা – ৬৭, ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া, হাওড়া–৭১১ ১০৬ / 9433375258 / 7980734832 /e_mail shatavisha2015@gmail.com।

সহযোদ্ধা পত্রিকা

(সম্পাদক – নিত্যানন্দ দাস / জুন ২০১৮) – ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের ৫০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে স্মরণে রেখে বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে । ১৯৬১–র কাছাড়ের বাংলা ভাষা আন্দোলনের অগ্নিশিখা আজও সমুজ্জ্বল রাখার প্রয়াসে ব্রতী ঋষিণ মিত্র ও তাঁর সহযোদ্ধাদের হৃদয়ের আবেগে গড়া এই পত্রিকার বয়স পঞ্চাশে পৌঁছেছে । বাংলা ভাষা দুরবস্থা নিয়ে অনেক মহলের কুম্ভিরাশ্রু আমরা রোজই দেখছি, কিন্তু বাংলা ভাষার শহীদদের এমন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে নিত্য–স্মরণ করার নিষ্ঠা আর কোথাও চোখে পড়ে না। প্রবাদ–প্রতিম ঋষিণ মিত্র মহাশয় ও তাঁর সহযোদ্ধাদের সেলাম । বেশ কিছু উজ্জ্বল কবিতা উপহার দিয়েছেন আরতি দে, শ্যামল বিশ্বাস, শৈলেন দাস, ড. লহরী বড়াল চক্রবর্তী, নীপা চক্রবর্তী, স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায়, মনোজ কুমার মিত্র প্রমুখ । জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পদবী নিয়ে কবিতায় ম্যাজিক দেখিয়েছেন । পত্রিকার ঠিকানা – ১৩/৪ পাম এভিনিউ (বিভাবতী), (দ্বিতল). কলকাতা–৭০০ ০১৯ / 9831018099।

ধূমকেতু পাপেটের পুপা পাপেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক সপ্তাহ ধরে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস–এর দক্ষিণ গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হলো পুপা নামে পুতুল প্রদর্শনী ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার। এই পাপেট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত পাপেট শিল্পী পদ্মশ্রী সুরেশ দত্ত তিনি বলেন পাপেট অতীত দিনের এক জনপ্রিয় শিল্প। আজ তা হারিয়ে যেতে বসেছে। ধূমকেতু পাপেটের কর্ণধার দিলীপ মণ্ডল ২০০৪ সাল থেকে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে ও সারা ভারতবর্ষে এই বিলুপ্ত শিল্প প্রচার ও প্রসার করতে সক্ষম হয়েছেন। আকাদেমিতে পুতুলের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে দস্তানার পুতুল ডাণ্ডের পুতুল বুলনাকু পাপেট, সুতোর পুতুল এবং কথা বলা পুতুল।

সাতদিনের এই ওয়ার্কশপে ছিল সমাজে পিছিয়ে পড়া দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত শিশুদের হাতে তিনি পুতুলের কর্মশালা, নানা জেলার পুতুল শিল্পীদের নিয়ে আলোচনা এবং তৃপ্তি মিত্র সভাগৃহে তিনদিনের পুপার কর্মশালা ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার আয়োজিত নতুন পুতুল নাটক রাজা প্রজা পরিবেশ। এই বিষয়ে ধূমকেতু পাপেটের কর্ণধার দিলীপ মণ্ডল জানালেন, পুপা একটি ল্যাটিন শব্দ সেখান থেকে ইংরেজি শব্দে রূপান্তর হয়ে পাপেট হয়েছে। পুতুল নাচ ভারতীয় লোক সংস্কৃতির এক বিশেষ ধারা। আমি দীর্ঘ ২০ বছর ধরে এই পাপেট সো করে চলেছি।

বেদান্ত মঠে গিরিশ চর্চা

শ্রেয়সী ঘোষ : রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ মঞ্চে গত ১৮ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় 'পুণ্য জীবন কথায়' পরিবেশিত হল মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবন। কথায় ও গানে সে অনুষ্ঠানের শিল্পী বিশিষ্ট অধ্যাপক, চলচ্চিত্রাভিনেতা, সাংবাদিক, গায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। প্রসঙ্গ সূত্রেই এসেছে চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল, নসীরাম, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি নাটকের কথা। কথার ফাঁকে ফাঁকে শোনালেন গান। যার মধ্যে ছিল 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই', 'দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে', 'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে', 'ওমা কেমন মা তা কে জানে', 'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়' প্রভৃতি গানগুলি। এক ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে ভক্ত দর্শকদের মন জয় করে নিলেন শিল্পী। তাঁকে তবলা ও খোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। পার্কাসনে অরুণ দত্ত। প্রতি মাসের তৃতীয় বুধবার 'পুণ্যজীবন কথা' অনুষ্ঠানটি নির্ধারিত থাকে ড. শঙ্কর ঘোষের জন্য।

সঙ্গীতশিল্পী আত্রেয়ী ঘোষালের পুজোর অ্যালবাম প্রকাশিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশিত হল 'কসমিক হারমোনির' এবছরের প্রথম নিবেদন পুজোর অ্যালবাম 'একলা সময়'। সঙ্গীত শিল্পী আত্রেয়ী ঘোষাল। এতে আছে মোট ছ'টি গান। গানের কথা লিখেছেন উৎপল দাস, বিশ্বরূপ ঘোষ দস্তিদার, রাজা চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর বসু। গানগুলির সুর করেছেন রাঘব চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ ঘোষ দস্তিদার, রাজা চট্টোপাধ্যায়, অরিজিৎ চক্রবর্তী ও স্বাক্ষর বসু।

শিল্পী আত্রেয়ী ঘোষাল অ্যালবামে যে গানগুলি গেয়েছেন সুরেলা কন্ঠে। এদিন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী জোজো আনুষ্ঠানিক ভাবে অ্যালবামটি প্রকাশ করেন। এই আধুনিক ও রোমান্টিক গানগুলি চলতি ধারার মধ্যে থেকেও নতুনত্বের দাবি করতে পারে। পর্যায় ক্রমে গান পরিবেশনের ভঙ্গিটিও মনোগ্রাহী। অ্যালবামটি লঞ্চ করার দিন বিশ্যে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সংগীত শিল্পী স্বাক্ষর বসু, অরিজিৎ চক্রবর্তী, দেবব্রত রায় চৌধুরী প্রমুখ।

চারদশক পরেও স্বপ্নের হিরো বাঙালিবাবু

প্রত্যেকটি বাঙালির কাছে উত্তম কুমার একজন আইকন। 'কলঙ্কিত নায়ক' থেকে 'নায়ক' হয়ে ওঠা বাঙালির বাঙালিবাবু আজও একম অদ্বিতীয়। সেই প্রজন্মের তরুণ তরুণীরা এখন বৃদ্ধ। তাদের মনের মধ্যে এখনও উত্তম কুমারের সেই হাসি রয়ে গিয়েছে। শুধু তাদেরই নয় এখন এই প্রজন্মের তরুণ তরুণীদের কাছেও এখনও তিনিই রাজা। হোয়াটসঅ্যাপে ফেসবুকে উত্তমের বিভিন্ন সিনেমার ক্লিপিংস এখনও একনম্বরে। তরুণ অভিনেতা অভিনেত্রীরা এখনও উত্তম কুমারকে দেখেই অভিনয় শেখে বা অভিনয় করতে আসে। বলা যেতে পারে তিনি চিরকাল থাকবেনই। নবীন প্রবীণরা কি বললেন তাঁকে নিয়ে।

অভিমন্যু দাস

১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই বাঙালির হৃদয়কে ভেঙে খান খান করে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন আট থেকে আশির স্বপ্নের মহানায়ক উত্তমকুমার। তাঁর মৃত্যুর চার দশক পরও তিনি কিন্তু আজও বাঙালির হৃদয় থেকে এক বিন্দু দূরে চলে যাননি। সেই সময় যাদের চোখে আইডল ছিলেন তাদের প্রায় সকলেই বৃদ্ধের তালিকায় নিজেদের নাম তুলে দিয়েছেন, কেউ বা হয়তো এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অমৃতলোকে সুখে সংসার করছেন। কিন্তু উত্তমকুমার তাঁর স্থান থেকে একবিন্দু সরে যান নি। বরং ইস্পাতের মতো আরও দৃঢ়ভাবে বাঙালির হৃদয় জুড়ে বসে আছেন।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি আজও সমানভাবে সমাদৃত। স্মার্ট ফোনের দৌলতে যারা বিশ্বের দূরত্ব নিয়ে চায়ের কাপে তুফান তোলে তারাও কিন্তু আমাদের বাংলা ছবির হিরোদের থেকে উত্তমকুমারকে বেশি পছন্দ করে। কারণ উত্তমকুমার ভগবান প্রদত্ত একটি চরিত্র। যার কোনও দিন মৃত্যু ঘটতে পারে না। তিনি অমর। আমার কেউ কেউ মনে করেন, উত্তমকুমার তার নিজের গুণ ও দক্ষতার কারণে একইভাবে মৃত্যুর চার দশক পরও বাঙালির ম্যাটিনি আইডল হয়ে রয়ে গিয়েছেন। এই প্রজন্মের অনেকেই মনে করেন এটা বাঙালিদের লজ্জা। আর দ্বিতীয় একজন 'উত্তমকুমার' তৈরি হলো না। এই প্রজন্মের অনেকেই মনে করেন, 'আজকে যারা বাংলা ছবিতে নায়ক রূপে কাজ করছেন, তাদের মধ্যে সেই অদ্ভুত ক্যারিশমা নেই, যা ছিল উত্তমকুমারের মধ্যে। ফলে অনেকেই ভালো অভিনয় করলেও তাদের জনপ্রিয়তা কতদিন স্থায়িত্বলাভ করবে তা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। উত্তমকুমার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এই প্রজন্মের এক সুন্দরী আধুনিকা মহিলা রীনাদেবী মনে করেন,

''এক কিংবদন্তী নায়ক হলেন উত্তমকুমার। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন এক নম্বর নায়ক। আজও বাঙালির হৃদয়ে তিনি এক নম্বর নায়ক এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তিনি একই স্থান দখল করে থাকবেন। তার অভিনয়, চলাফেরা, স্টাইল এক কথায় অনবদ্য। তিনি ছিলেন বাঙালির একমাত্র সর্বকালের সেরা ম্যাটিনি আইডল।''

সম্প্রতি কলকাতায় এসে নবাব পতৌদির গৃহীনি শর্মিলা ঠাকুর এক সাক্ষাৎকারে বলেন,

''তাঁর মৃত্যুর পর পার হয়ে যেতে চলেছে চার–চারটি দশক, আজ তাঁর মূল্যায়ণ করতে বসলে এটাই মনে হয় যে, একের মধ্যে বহু উত্তমকুমার যেন লুকিয়ে ছিলেন। যার কিছুটা ব্যবহার হয়েছে। তার হদিশ পেয়েছেন, অনেকটাই ব্যবহার হয়নি। তার দ্রুত চলে যাওয়ার কারণেও কিছুটা বঞ্চিত হয়েছি আমরা। কেননা অভিনয়ের এতো বড়ো রেঞ্জ টলিউডে আর কারোর মধ্যে পাই নি। অথচ বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে ভাঙচুড় করার পরেও আগাগোড়া ধরে রাখতে পেরেছিলেন নিজের স্টারডম, তাঁর মুখের অমলিন হাসির মতনই যদি আরও বিশ বছর চুটিয়ে অভিনয় করতে পারতেন উত্তমবাবু তাহলে অমিতাভ বচ্চনের পাশাপাশি একজন অভিনেতা হিসেবে হয়তো তাঁর নাম উচ্চারণ হত।''

মহানায়ক উত্তমকুমার প্রসঙ্গে এই প্রজন্মের আর এক উচ্চশিক্ষিতা তরুণী অরুণিমা মুখার্জি মনে করেন,

একজন সবদিক দিয়ে দক্ষ অভিনেতা হলেন উত্তমকুমার। খুবই উচ্চমানের শিল্পী ছিলেন। তার মতো সর্বগুণ সম্পন্ন অভিনেতা হিসেবে আজকের বাংলা ছবির কোন নায়ককে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাদের মধ্যে বড্ড বেশি জড়তা খুঁজে পাওয়া যায়। টেকনোলজির বিপুল পরিবর্তনের গড়ে এই সময়ে যদি তিনি বাংলা ছবিতে অভিনয় করতেন তাহলে তাঁর অভিনয়ের উৎকর্ষতা, সৌন্দর্য্যতা আরও বিপুলভাবে ছড়িয়ে যেত।

উত্তমকুমারের সঙ্গে ১১টি ছবিতে অভিনয় করেছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী তথা সাংসদ সন্ধ্যা রায়। তাঁর চোখে উত্তমকুমারের মূল্যায়ন খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

''উত্তমকুমার বহু ছবিতে নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কোনও দিন মনে হয় নি কোনও চরিত্রে যে বেমানান। মনে হয়নি, কোনও চরিত্রে তিনি অভিনয় করতে পারলেন না। উত্তমকুমার এক কথায় ভার্সেটাইল অ্যাক্টর। তাঁর চলে যাওয়ার পর তো অনেকেই অভিনয় করলেন বাংলা ছবিতে, কিন্তু কেউ কি তাঁকে ছাপিয়ে যেতে পারলেন? আমার চোখে উত্তমকুমার প্রথম এবং তিনিই শেষ।''

একটি সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা সাগরিকা দত্ত মনে করেন,

''উত্তমকুমার একজন পরিপূর্ণ অভিনেতা।'' রোমান্টিক নায়করূপে অসাধারণ ছিলেন। আবার চিড়িয়াখানার ব্যোমকেশ রূপে অনবদ্য। অন্যদিকে কমেডি ভিত্তিক ছবিতে তাকে অন্য এক উত্তম রূপে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই তো তিনি নায়ক থেকে মহানায়ক হতে পেরেছিলেন। বেশ কিছু বছর আগে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিখ্যাত পরিচালক তরুণ মজুমদার বলেছিলেন, ''অসম্ভব জনপ্রিয়তা এক এক সময় মানুষের অন্য সব গুণাবলিকে রাক্ষসের মতো গিলে নেয়। উত্তমকুমারের বেলাতে তাই ঘটেছে। তিনি যে কোন জাতের অভিনেতা ছিলেন অথবা একজন আটপ্রৌঢ়ে মানুষ হিসেবে কী ছিল তার আসল চেহারা এ সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ খবরটাই নেওয়া হয় নি। এবার সেটা শুরু করা দরকার।''

আসলে উত্তমকুমার হিসেবে যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা পরোক্ষভাবে তাঁর অভিনয় দক্ষতাকে ঢেকে দিয়েছিল। তিনি যে কত উঁচু মানের অভিনেতা ছিলেন তার যথার্থ বিশ্লেষণ হয় নি। বাংলা ছবিতে তিনি একটা যুগ। আর তার মধ্যে তিনি ধারণ করে রেখেছিলেন আরও একাধিক যুগকে। সেই প্রতিটি যুগের হাসিকান্না, শক্তি, দুর্বলতা বিবৃত হয়ে আছে উত্তমকুমারের মুখচ্ছবিতে, যা আগামী আরো কয়েক যুগ ধরে থাকবে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ফিরে দেখা বিশ্বকাপ ২০১৮ রোমন্থনের অর্ধমাস

অরিঞ্জয় মিত্র

বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে প্রায় দিন ১৫ হতে চলল। তাও পারফরমেন্স তারা ধরে রাখতে পারে, এখনকার তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক নতুন হিরো উঠে আসে তবে বারবার বিশ্বকাপ সমর্থকদেরও দেখা গেল মেসির জন্য আকুল হয়ে উঠতে। সেসব স্বপ্নের দাম দিয়ে আর্জেন্টিনা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হতে চড়তে শুরু করেছিল। অবশ্য অঘটনের খেলায় সবাইকে ছাপিয়ে গেছে ক্রোয়েশিয়া। এত ছোট একটা দেশ যেভাবে ফাইনালে ম্যাচে যেভাবে কোরিয়ার কাছে হারতে হয়েছে জার্মানিকে তাতে এবারের মতো এই মেগা দলের সলিল সমাধি ঘটেছে।

গ্রুপ লিগ থেকেই এবার ছিটকে গিয়েছে ৪ বারের বিশ্বজয়ী তথা গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানি। শেষ ষোলোয় হেরে বিদায় নিয়েছে বিশ্বের সেরা ফুটবলার মেসির নেতৃত্বাধীন ২ বারের বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা। আর কোয়ার্টার ফাইনালে সবাইকে কাঁদিয়ে টা টা জানিয়েছে ৫ বারের বিশ্বজয়ী ব্রাজিল। এছাড়া আরও এক বিশ্বজয়ী দেশ স্পেনেরও পতন ঘটেছে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে। বিশ্বের অন্যতম সেরা সুপারস্টার রোনাল্ডোর পতুর্গালের এবারেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি । ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের শেষ ৮ এ যাওয়াটাই নিঃসন্দেহে এই ভরা অঘটনের বাজারে খানিকটা স্বস্তি জুগিয়েছে দুনিয়া জুড়ে থাকা কোটি কোটি ভক্তদের।

উদ্যোক্তা দেশ রাশিয়াও বহুদিন পর কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছিল তাঁদের গোলকিপারের অনবদ্য দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। লেভ ইয়াসিনের দেশ যে এখনও ভালো গোলকিপারের জন্ম দিয়ে চলেছে প্রমাণ মিলেছে তারও। ফ্রান্সকে বাদ দিলে আরও ২টি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তকমাধারী দেশ এবার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে। এরা হল ১৯৬৬-র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দুবার বিশ্বকাপ জেতা উরুগুয়ে। এদের মধ্যে শেষ ল্যাপে ফরাসী বিপ্লবে সবাই যে এভাবে ধরাশায়ী হবে এটা মনে হয় ফুটবল বিশেষজ্ঞ থেকে সমর্থক কেউই ভাবতে পারেন নি।

শেষ ষোলোর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে যে নেপোলিয়নের দেশ হারাতে পেরেছিল তার জন্য কৃষ্ণকায় তরুণ এমবাপের কথা বিশেষভাবে বলতে হবে। তার পাগলের মতো দৌড় ২-১ লিড নেওয়া আর্জেন্টিনাকে শেষ ল্যাপে ছিটকে দিয়েছিল বিশ্বকাপ থেকে। মিশেল প্লাতিনি, জিনেদিন জিদান, তিগানাদের সাম্রাজ্যে এমবাপে যে নতুন সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন তাও বোঝা গেল এবার। নিজের নামের প্রতি সুবিচার করে ফাইনালেও গোল করে ফের হিরো বনে যান এই ফরাসী তরুণ।

ক্রোয়েশিয়া ঝড়ে আচ্ছন্ন কলকাতা : ২২ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল মাঠে আয়োজিত এক প্রীতি ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার জার্সি গায়ে মাঠে নামলো প্রেস ক্লাব ব্রিগেড। -নিজস্ব চিত্র

এখনও বিভিন্ন মহলে বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা পুরোপুরি থিতিয়ে যায় নি। মাঝেমধ্যে ঠেকের আড্ডায় তাই ঘুরে ফিরে চলে আসছে ওয়ার্ল্ড কাপ প্রসঙ্গ। বিশেষ করে প্রিয় টিমগুলি মুখ থুবড়ে পড়াতে যে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে তা এখনও বেশ ঘনীভূত হয়েই আছে। তাও নতুন শক্তির উত্থানে বেজায় খুশি ফুটবল বিশ্বে। আগামীদিনে ফ্রান্স যে ফুটবল দুনিয়ার অন্যতম ভরকেন্দ্র হয়ে উঠবে তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। জার্মান, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার বাইরে তাই নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ফ্রান্স আরও এক মহাশক্তি হয়ে উঠল এই মুহূর্তে। তবে সকলের হৃদয় জিতে নেওয়া ক্রোয়েশিয়ার সমর্থক হিসেবে নবীন প্রজন্মের একটা বড় অংশ যে গলা ফাটাবে তাও নিশ্চিত। একটাই সমস্যা ক্রোয়েশিয়ার মতো দেশের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। অস্তিত্বের লড়াইয়ে জর্জরিত ক্রোটরা পরের বিশ্বকাপে আদৌ সুযোগ পায় কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। যদি এই মাতিয়ে তুলতে পারে লাল-সাদা জার্সিধারীরা। ক্রোয়েশিয়ার এই উত্থানে সারা বিশ্বের মতো উল্লসিত ভারত তথা বাংলাও। বস্তুত, ভারতীয় ফুটবলের মক্কা বলে পরিচিত কলকাতায় ক্রোট সমর্থক যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাও পরিস্কার। এই প্রেক্ষাপটে কলকাতা প্রেস ক্লাব নিঃসন্দেহে এক দৃষ্টান্ত গড়ে তুলল। গত ২২ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইস্টবেঙ্গল মাঠে যে প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে প্রেস ক্লাবের খেলোয়াড়-সাংবাদিকরা নেমেছিলেন ক্রোয়েশিয়ার লাল-সাদা জার্সি গায়ে চাপিয়ে। এখানকার সাংবাদিককূল যেখানে এতটা আবেগতাড়িত সেখানে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ক্রোয়েশিয়া কতটা জায়গা করে নিয়েছে তা বলাইবাহুল্য।

সারা বিশ্বের ফুটবল ভক্তরাই বোধহয় চেয়েছিলেন আর্জেন্টিনা আরও একটা সুযোগ পাক। ব্রাজিলের অন্ধ ভক্ত বা পাঁড় জার্মান পেরেছিল ফ্রান্সের। একইভাবে ব্রাজিল যাতে আরও ওপরে উঠতে পারে সেটা যে কোনও ফুটবল ভক্তেরই কাম্য ছিল। কিছু কুঁচুটে সমর্থক অবশ্য রয়েছে সব পক্ষেই যারা নিজেদের টিম হারার পর অন্য দলের জয় সহ্য করতে পারে না। তাদের কথা এই আলোচনাতেই নাই বা টানা হল। মূলত যাঁরা ফুটবল ভালোবাসেন, ভালো খেলার সমঝদার তাঁদের কাছে যে কোনও বড় টিমের পরাজয়ই ইন্দ্রপতনের মতো। আবার নতুন দেশের উঠে আসাকেও খোলা মনে স্বাগত জানাচ্ছেন তাঁরা। হেভিওয়েট বিদায় ও নয়া শক্তির উদয় এটাই যেন হয়ে উঠেছিল এই বিশ্বকাপের থিম।

এত বেশি অঘটন এবারের বিশ্বকাপে সংগঠিত হয়েছে যে যাবতীয় পরিসংখ্যানকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে। আফ্রিকার সিংহ সেনেগাল, বা এশিয়ার সূর্য জাপান যেভাবে পদে পদে চমক সৃষ্টি করেছে তাতে বিশ্বকাপের টিআরপি-টা সাংঘাতিক রকম পৌঁছেছে তা নিশ্চিতভাবে রেকর্ড। এটা ঠিক প্রতি বিশ্বকাপেই এমন চমক সৃষ্টিকারী এক-দুটি দল থাকে। কিন্তু এবারের বৈশিষ্ট হল এখানে একদম নিচের সারিতে থাকা টিমগুলিও মরণ কামড় দিয়েছে, লড়ে গিয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্সের কাছে ৩-৪ গোলে হার ও রানার্স ক্রোয়েশিয়ার হাতে আর্জেন্টিনার ০-৩ পর্যুদস্ত হওয়াকে তাই অতটা দোষ দিচ্ছে না কেউই। নেইমারের পাশাপাশি ব্রাজিলের হয়ে চমকদার পারফর্ম করে অন্যতম হিরো হয়ে উঠেছেন কুটিনহো। তবে প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর কাছে হারের পর মরণবাঁচন ম্যাচে যেভাবে শেষ লগ্নের গোলে সুইডেনকে হারিয়ে জার্মানি টুর্নামেন্টে জেগে উঠেছিল তা সত্যি অনবদ্য। জার্মান যেন আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল জার্মান দৃঢ়তা কাকে বলে। শেষপর্যন্ত অবশ্য জার্মান মিথ ধুলোয় মিশে গিয়েছে। বিশেষ করে গ্রুপ লিগের শেষ

কোচবিহারে ক্যারাটে কার্নিভ্যাল

রিম্পি ঘোষ: জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ও কোচবিহার জেলা জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আগামী ২৮ ও ২৯ জুলাই কোচবিহার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সারা বাংলা জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ক্যাম্প ও প্রতিযোগিতা। উক্ত ক্যাম্প ও সপ্তম বর্ষে পদার্পিত এই রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থাকতে চলেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার পুরসভার পুরপ্রধান ভূষণ সিং, বিশ্ব ক্যারাটে ফেডারেশনের রেফারি ও জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় চিফ প্রেমজিৎ সিং, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সম্পাদিকা সুমা সিং, জাপান শটোকান কানিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের (পঃবঃ) সম্পাদক ও এই প্রতিযোগিতার তত্ত্বাবধায়ক তারকনাথ সর্দার, বিশ্ব ক্যারাটে ফেডারেশন ও এশিয়া ক্যারাটে ফেডারেশনের খেলোয়াড় এবং কমনওয়েলথে স্বর্ণপদক জয়ী অমিত যাদব প্রমূখ। এই প্রতিযোগিতায় বয়স ও ওজন ভিত্তিক প্রায় ৪৫ টি বিভাগে প্রায় ১৭ টি জেলা থেকে প্রায় ৪০০ জন ছেলে - মেয়ে অংশগ্রহণ করতে চলেছে।

জাতীয় অ্যাথলেটিকস জগতে উজ্জ্বল প্রতিভাবান অ্যাথলিট রাজশ্রী প্রসাদ

মলয় সুর : সাম্প্রতিক কালে বাংলার কোনও অ্যাথলিট যা পারেননি তা করে দেখালেন উত্তর চব্বিশ পরগনার ইছাপুরের রাজশ্রী প্রসাদ। ২০১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর হরিয়ানার রটারে অনূর্দ্ধ ১৯ জাতীয় স্কুল গেমসে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে ১১.৯৬ এবং ২৪.৪১ সেকেন্ড সময় করে সোনা জেতেন। জোড়া সোনার পদক জিতে ভারতীয় টিমে ঢুকে পড়েন রাজশ্রী। ওই বছরই মে মাসে জুনিয়র এশিয়ান মিট অনুষ্ঠিত হয় ব্যাংককের থাইল্যান্ডে। কোচ ছিলেন ওয়াজিত সিং। সেখানে ২০০ মিটার দৌড়ে ষষ্ঠ পজিশন হয়। একই বছরের জুলাই মাসে বিশ্ব মিটে সাউথ আফ্রিকার কেনিয়াতে ২০০ মিটার দৌড়ে ১৩ তম পজিশন পায়। কাঁচড়াপাড়ার জোনপুর অ্যাথলেটিক্স সেন্টারের অ্যাথলিট রাজশ্রী প্রসাদ। তাঁর কোচ গোপাল দেবনাথ। তিনি সাই (স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া)এর কোচ না হয়েও কাঁচড়াপাড়া থেকে একের পর এক সফল অ্যাথলিট তুলে আনছেন। এখানে তেমন কোনও সুবিধা নেই। তা সত্ত্বেও এই সাফল্যের পিছনে গোপাল দেবনাথের বড় গুণ রয়েছে অ্যাথলিটদের থেকে সেরাটা বের করে নিয়ে আসার ক্ষমতা। একসময় কাঁচড়াপাড়া থেকে অ্যাথলেটিক্সের নামী কোচ সত্যরঞ্জন রায় বহু অ্যাথলিট তুলে এনেছিলেন। তারপর

বাংলার গ্রামগঞ্জ থেকে সেই ধারা বজায় রাখছেন কোচ গোপাল দেবনাথ। রাজশ্রীর বাড়ি ইছাপুরের ডুমুরতলা এলাকায়। বাবা দুলাপ্রসাদ সবজি বিক্রি করেন। মা লতিকা দেবী সেলাইয়ের কাজ করে মেয়ের ও নিজের খরচ চালান। একই বাড়িতে দুটো আলাদা সংসার । তবে রাজশ্রী প্রমাণ করলেন জেদ ইচ্ছাশক্তি থাকলে অভাব, প্রতিবন্ধকতা ঢেকে ও কুঁড়েঘরে থেকে চাঁদের আলো দেখা যায়। একসময় তাঁর মা লতিকা দেবী জিমন্যাস্ট করতেন। যদিও তার বাবাদের আদি বাড়ি বিহারের ছাপড়াতে। কিন্তু বাংলায় রয়েছেন অনেকদিন ধরে। তারা দুই বোন, বড় জয়শ্রীর বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট রাজশ্রী। তাঁর পছন্দের ইভেন্ট ২০০ মিটার দৌড়। পিটি উষার ভক্ত রাজশ্রী নদিয়ার হরিনঘাটা মহাবিদ্যালয়ে কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। যদিও বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে থাকার জন্য কলেজ যেতে পারেন না। রাজশ্রীর পদক জয়ের কথা প্রসঙ্গে বলেন, ২০১৭ সালটা তাঁর কাছে স্বর্ণ ইয়ার বলা চলে। এই বছরই সে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাকে ও নিজেকে উচ্চ শিখরের লক্ষ্যে পৌঁছান। আগামী আগস্ট মাসে ৬৪তম রাজ্য মিট সল্টলেক স্টেডিয়ামে। সেখানে সে রেকর্ড করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এছাড়া সে ২০১৭-র জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রীর 'খেলো ইন্ডিয়া' ইভেন্টে গুজরাটের সাইতে ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয়ে রূপো অর্জন করেন। বর্তমানে রাজশ্রী বুধ ও শনিবার কাটোয়া লাইনে ডুমুরদহ মাঠে কোচ গোপাল দেবনাথের কাছে প্র্যাকটিস করতে যান।

টেস্ট সিরিজে অগ্নিপরীক্ষা বিরাট ব্রিগেডের

রূপম জানা

আগামী ১ আগস্ট শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট যুদ্ধ। ৫ সিরিজের এই লড়াই জিতে বিলেত থেকে কলার উঁচু করে ফিরতে চান প্রত্যেক ভারতীয়ই। ২০০৭-এর পর ইংল্যান্ডের মাটি থেকে আর টেস্ট জেতা হয় নি টিম ইন্ডিয়ার। রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বাধীন সেই দল এখন অতীত। উলেখ্য, ২০০৭-এ ২ ম্যাচের সিরিজ ভারত জিতেছিল ১-০ ব্যবধানে। এরপর ২০১১ ও ২০১৪ তে ইংল্যান্ড থেকে ফিরতে হয়েছিল খালি হাতে। ২০১৪ তে মহেন্দ্র সিং ধোনির ক্যাপ্টেনশিপে ৪ ম্যাচের সিরিজে ভারতকে হারতে হয়েছিল ১-৩ ফলে। স্বভাবতই এবার ইংল্যান্ড থেকে সিরিজ জিতে ঘরে ফেরা বড় চ্যালেঞ্জ টিম বিরাটের কাছে। প্রসঙ্গত, অধিনায়ক হিসেবে কোহলির এটাই প্রথম ইংল্যান্ড সফর। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মাটিতে কামাল করলেও ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের হারানো এখনও অধরাই থেকে গিয়েছে। বিশেষ করে ২০০৭ এর পর তো বটেই। সেজন্যই টিম ইন্ডিয়া এই চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছে সামনে থেকেই। এমনিতে এবারের ইংল্যান্ড সফরের প্রথমে আয়ারল্যান্ড বধের মধ্যে যে সফর শুরু হয়েছিল তা আরও গতি পেয়েছিল টি-২০ তে ইংরেজদের ধরাশায়ী করার পর। কিন্তু ভারতীয় দলের সেই আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয় সীমিত ওভারের সিরিজ থেকে। ওই সিরিজে আবার কোহলি বাহিনীকে ১-২ হারতে হয়েছে। সেজন্যই এই টেস্ট সিরিজ জেতা বড় লক্ষ্য কোহলি বয়েজের কাছে।

টেস্ট সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার জন্য বড় ধাক্কা নিশ্চিতভাবে দলের এক নম্বর সুইং বোলার ভুবনেশ্বর কুমারের চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া। সে জায়গায় খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবে জায়গা করে নিয়েছেন দাম্পত্য সমস্যায় জর্জরিত বাংলার মহম্মদ সামি আহমেদ। কিন্তু কাউন্টি টিম সাসেক্সের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচে যেভাবে সাদামাটা পারফরমেন্স করছেন সামি তাতে ভারতীয় পেস অ্যাটাকের ভবিষ্যত নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। ইশান্ত শর্মা, উমেশ যাদবদের সঙ্গে সামির লাইন আপন ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের কতটা ভয় দেখাবে তাও বড় প্রশ্ন। ভুবির না থাকাটা নিঃসন্দেহে বড় ক্ষতি ভারতীয় দলের জন্য। স্পিন অ্যাটাকে ভারতীয় দলের ভরসা যে ত্রয়ী তাঁরা অবশ্য

তুরুপের তাস স্পিন অ্যাটাক

কোনও অংশে কম যান না। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবরা যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রঙ পালটে দিতে পারেন। যুজবেন্দ্র চহালের না থাকাটা অবশ্য বিপক্ষকে খানিকটা স্বস্তি দেবে। ব্যাটিংয়ে ভারতীয় দলের ভরসা যথারীতি শিখর ধাওয়ান, স্বয়ং অধিনায়ক কোহলি, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কে রাহানে ও মুরলী বিজয়। কে এল রাহুলের নামটাও এদের সঙ্গে রাখতে হবে। ঋদ্ধিমান সাহার চোট থাকায় এই সিরিজে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা'র মতো সামিল হয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক। তাঁর সঙ্গে স্কোয়াডে রয়েছেন প্রতিশ্রুতিমান উইকেটকিপার ঋষভ পন্থ। যদিও প্রথম টেস্ট কার্তিকের শুরু করার সম্ভাবনাই বেশি। জিমি অ্যান্ডারসন ও স্টুয়ার্ট ব্রডদের বোলিংকে ভোঁতা করে টিম ইন্ডিয়া কিভাবে তাদের ইনিংস গড়ে তুলতে পারে চোখ থাকবে সেদিকেও।

যেভাবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি-২০ তে প্রায় ২০০ রান তাড়া করে জিতেছে ভারত তার পিছনে বলে-ব্যাটে হার্দিকের অনবদ্য হয়ে ওঠাও একটা বড় কারণ। ২০১৯ বিশ্বকাপে ভারতের পক্ষে তুরুপের তাস হয়ে উঠতেই পারেন পাণ্ডিয়া। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ের পিছনে যেমন কপিল-মহিন্দরদের অলরাউন্ড এবিলিটি কাজ করেছিল এবার সেই জায়গাটা নিতে পারেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। টিম ইন্ডিয়ার এবারের ইংল্যান্ড সফরকে আগামী বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্বও বলা যেতে পারে। কারণ এখন থেকেই কাটাছেঁড়া ঠিকঠাক করে নিতে হবে যাতে আসল সময়ে সমস্যা না তৈরি হয়। এই মহড়া পর্বর শুরুতেই তাই এই জয় ভারতকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে নিশ্চিতভাবে। ইংল্যান্ডের খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সারা ক্রিকেট বিশ্বকে ইতিবাচক বার্তাও প্রদান করা যাচ্ছে। সত্যি বলতে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন এই ভারতীয় দলের অশ্বমেধের ঘোড়ার সামনে এক এক করে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঘরের মাঠে ইংরেজদের ল্যাজেগোবরে করতে পারলে তাতে আরও একটা পালক সংযোজিত হবে।

ভারত যে এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বে এক নম্বর দল শুধু নয়, অপ্রতিরোধ্যও বটে। তাই টিম কোহলির পক্ষে বিশ্বকাপ না জেতাটাই বড় অঘটন হবে। ১৯৮৩-র পর ২৮ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী বিশ্বকাপ পাওয়ার জন্য। যুগের পর যুগ অপেক্ষা করা নিশ্চিতভাবে মেনে নেবেন না ভারতীয় ক্রিকেট টিমের নতুন প্রজন্ম।

মাহির কৃতিত্বে ভাগীদার হতে চাইবেন বিরাটও। সেদিক থেকেও এই ইংল্যান্ড সফর ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে কামাল করতে পারলে বিশ্বকাপ জয়ের দিকে অনেক কদম এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে। আর একবার ইংল্যান্ডের মাটি থেকে যে জয়ের ধারা চালু করতে পেরেছে ভারত তা বজায় রাখাটাই মূল কাজ হয়ে উঠবে বিরাট বাহিনীর জন্য। আইরিশ বধের মধ্যে দিয়ে যে মরসুম শুরু হয়েছে তা আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠবে ইংরেজদের কফিনে আরও পেরেক পুঁতে পারলে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com